সীতাহরণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দণ্ডকারণ্য—অদূরে কুটীর।

বিমান-পথ—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র।

ব্রহ্মা।— রণস্থল নেহার অদূরে,—
নবদল শোভিত ভূতল
খচিত শিশির-হারে,
ক্ষণ পরে ভাসিবে রুধিরে;
এবে
বিহঙ্গিনী তোলে তান সুমধুর,
ক্ষণ পরে
বাণের গর্জ্জনে অধীর হইবে গিরি;
কুসুম সৌরভে রসায় ঋষির মন,
পূতি গন্ধে মাতিবে মেদিনী,
ঘোর রোলে ডাকিবে শৃগাল,
রাক্ষস-সংহার-ব্রতী হইবেন রাম:
পুরন্দর! তব ডর ঘুচিবে সত্বর।

ইন্দ্র।— বিধি তব বুঝিতে না পারি;
কোথা শনি--অংশে নারী,
কে মজাবে স্বর্ণলঙ্কা?

ব্রহ্মা।—হের,
আসিতেছে রাক্ষসনাশিনি।

[উভয়ের প্রস্থান

(সূর্পনখার প্রবেশ।)

সূর্প।— আহা, কি ফুল ফুটেছে থরে থরে!
প্রাণ কি সরে থাক্‌তে ঘরে?
আহা, কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া ঝুর্ ঝুরে!
আ—মর
কাপড় কি ছাই সামলাতে পারি!
কালামুখো কোকিলটে আজ জ্বালাচ্চে ভারি!—
এমন নর্‌মি হাওয়ায় গর্‌মি সরে,
ভাতার নিয়ে সব আছেন ঘরে,
ভাগ্যিস্ কালামুখো সকাল সকাল মরেছে,
নইলে বাঁধা থাক্‌তুম কেমন করে?
পুরুষ না ছাই;
পুরুষের মতন পুরুষ তো আর দেখ্‌তে পাইনি।
তবে দাদা যদি না দাদা হ'ত,
পুরুষের মতন পুরুষ বটে!
যাই দু পা বেড়াই;—
আহা, এ কুটীর দুখানি কার!
লতাগুলি তমাল ছেড়ে,
কুটীর দুটি আছে বেড়ে।

(কুটীর সম্মুখে রাম ও লক্ষ্মণ।)

রাম।— যাব ভাই স্নান হেতু গোদাবরী তীরে,
বহ তুমি কুটীর রক্ষণে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সূর্প।— নবীন নীরদ ঘটা,
মরি কি রূপের ছটা!
আহা, বনবাসী মাথায় জটা কেন?
কাছে গিয়ে দুটো কথা কয়ে প্রাণ যুড়াই;—
আহা, কে মায়া করে
প্রাণ আমার নিলে হরে
কুহকবলে যেন!
এ রতন আমি নেব,
নইলে সাগরে গে ঝাঁপ দেব।
মরি, পুরুষ পরেশ, নারীর গলায় হার!
এ ধন আমার,
নইলে কায কি ধনে, কায কি মানে,
প্রাণ কি পোড়া থার!—
হেঁ গা তুমি কে গা,
কেন বনে বস?
আমার সঙ্গে এস,
দিব রত্ন সিংহাসন:
ফুলের রথে তোমার সাথে
ভ্রমণ ক'রবো ত্রিভুবন;
যখন যা ইচ্ছে হবে,
তখনি তা হাতে পাবে।
এখন আমায় দেখ্‌ছো বনে,

যদি আলাপ হয় তোমার সনে;
তখন চিন্‌বে আমি কেমন ধন!

রাম।— কে তুমি সুন্দরি?
পিতৃ-সত্যে আমি বনচারী,
সিংহাসনে কিবা কায মম!

সূর্প।— ভাল ভাল, প্রাণ যুড়া'ল কথা শুনে!
আমার সঙ্গে যাবে জেনে শুনে?
শুনেছ কি রাবণ রাজার নাম?
আমায় কি তুমি ঠাওরাও কম,
আমার ভায়ের নামে কাঁপে যম;
ইন্দ্র আমার ভায়ের মালা গাঁথে!
এখন পরিচয় তো পেলে,
চল আমার সাথে!

রাম।— সুলোচনে!
ভিখারী রাঘব আমি;
রাজার ভগিনি!
অপবাদ রটিবে তোমার
আমারে লইলে সাথে।
রব বনে বাকল বসনে,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ সতি!

সূর্প।— আ—মরি, তুমি ভিকিরী!
তোমায় দেখ্‌লে
কত রাজার নারী লোটে পায়!
হায় হায়,
আমায় দেখাও ভয়!
আমি কারে ডরি?
যা মনে হয় তাই করি,

খর দূষণ দু ভাই আমার মন যোগায়
যারে প্রাণ চায়,
তারে ছাড়'ব লোকের কথায়?
তুমি তো কঠিন ভারি!
আমি নারী ডাক্‌চি এত,
যদি রসিক হতে কতক মত
আমায় বল্‌তে কি আর হ'ত এত।

রাম। — কি জঞ্জাল ঘটিল কাননে!—
চন্দ্রাননে!
কেন ব্যঙ্গ কর মোর সনে?

সূর্প। — সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব যত,
রস রঙ্গ কর্‌ব কত;
তোমার কিসের ভয়?
যেখানে ইচ্ছে হয়
নিয়ে যাব এক পলকে।
মুখে মুখে বুকে বুকে,
দুজনে থাক্‌ব সুখে
নির্জ্জনে কর্‌ব কেলি,
এ কথা কি জান্‌বে লোকে?

রাম। — সুলোচনে!
কি কব অভাগা আমি,
বনে ফিরি সঙ্গে মোর নারী;
ভজিলে আমারে
কি ফল ফলিবে বল;

(লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।)

হের অনুজে আমার,

রূপে গুণে অতুলন মহীতলে;
বরিলে উহারে
সুখে রবে সুবদনে,
সতিনীর জ্বালা
ভুঞ্জিতে না হবে কভু।

স্বর্প।— এই কি তোমার সঙ্গে নারী,
এরই তরে তোমার এত!
অমন টুস্কি-মুকি ডেব্‌রা চোকি
দাসী আছে কত শত।
দেখ্‌চ আমার রূপের ছটা!
এমন আছে কি আর ত্রিভুবনে?
যদি না মনে ধরে,
বল মোরে;
সাজ্‌ব যে সাধ তোমার মনে।
সঙ্গে নারী, ভয় কি তারি;
রাখতে পারি পেটে পূরে।
একি হে বুগ্যি নারী, খাতির তারি;
মাথা তোমার গেছে ঘুরে!

রাম।— কি কারণ আকিঞ্চন মোরে?
স্বর্ণকান্তি দেখহ লক্ষ্মণ,
ভুবনমোহন রূপে;
তুমি তার যোগ্য রূপবতী।

স্বর্প।— আ হা-হা ভাল ভাল, চোক্ যুড়াল;
এ আবার কে এল বনে!
আ-হা-হা কাঁচা সোণা, ধনটা ধনা,
ভাব্ কত হায় চাঁদ বদনে!
ছোঁড়া তো একলা আছে, গিয়ে কাছে

কথা কয়ে মন ভোলাব!
একি হায়, যেমন তেমন পুরুষ রতন;
এমনটি আর কোথায় পাব!—
বলি হে মাতার কিরে, চাওনা ফিরে,
কথা যদি কইতে নার;
চলেছ নুইয়ে মাথা, কওনা কথা;
ভেলা গরব কর্‌তে পার!
তোমারে, যতন করে হৃদ্ মাঝারে
রাখ্‌ব ওরে মন-মজানে!
নেও মেনে এস চলে, কাজ কি গোলে;
মৌন কেন মিছে ভাণে?

লক্ষ্ম।— ব্রহ্মচারী আমি,
কি হেতু সম্ভাষ মোরে?

রাম।— লো সুন্দরি!
লজ্জাশীল অনুজ আমার।

সূর্প।— ভাল ভাল,
যখন মজেছি, তখন বুঝেছি।

লক্ষ্ম।— বুঝিয়াছ থার লো সুন্দরী!
যাও,
ভজ গিয়ে রঘুনাথে:
জগতের পতি রাম,
আহ্লাদিনী রাণী রবে তুমি;
কেন আর বিড়ম্বনা,
ভজ গিয়ে রঘুনাথে।

সূর্প।— টিপ্‌সে ছোঁড়া, মেজাজ কড়া;
ও ছোঁড়া তো রসিক বেশী!
গৌর বরণ কায কি আমার?

শ্যাম বরণই ভালবাসি। (রামের প্রতি)—
বলি হে বুঝ্‌তে তোমার মন,
গিয়েছিলুম এতক্ষণ;
তোমায় ছেড়ে কি আর কারুকে চাই!
ছি ভাই, আমার মন বোঝনি ছাই!

রাম।— কৃশোদরি!
নাহি কি নয়ন তব!
বাল-সূর্য্য-বরণ কিরণ,
আকর্ণ নয়ন শোভা;
মুখ নারী-মন-চোরা:
যাও ত্বরা,
লজ্জাশীল ভাই মম।

সূর্প।— এখন কি করি!
দু নৌকোয় পা দিয়ে বা মরি?
কায কি আমার কাঁচা সোণা,
নীল কমলে ধরি;—
গোঁয়ারে কায কি আমার,
রসিক নিয়ে সরি:
বলি হে,
নারী হয়ে পায়ে ধরি,
সঙ্গে আমার চল,
ধরে ওরে ফেল্‌ব মেরে,
গিলি যদি বল?

সীতা।—রঘুনাথ!
নিশ্চয় রাক্ষসী;
রক্ষা কর, ভীষণ দশনা!

রাম।— দূর-হ কুলটা!

লক্ষ্ম।— যা বলেন বলুন্ শ্রীরাম,
কাটিব ইহার নাক কাণ :—

(বাণদ্বারা সূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন।)

সূর্প।— ওঁমা ওঁমা,
জ্বঁলে মলুঁম্!
মরেঁ গেঁলুম্!

[সূর্পনখার প্রস্থান।

রাম।— দেখ দেখ, ভীষণা রাক্ষসী,
আছিল সুন্দরী বেশে!
নিশাচর বৈসে এই বনে,
সাবধানে রহিতে উচিত।

[রাম ও সীতার প্রস্থান।

লক্ষ্ম।— হে দেব মণ্ডল!
নিত্য যথা
শুন সবে মিনতি আমার,
আজি পুনঃ যাচি পদে
প্রহরীর ভার সুসম্পন্ন কর মোর।
দেহ শক্তি শক্তির আধার,
রাম সীতা রক্ষণের বল ভুজে :
আমি শ্রীরামের দাস,
রামপদে রহি যেন চির দিন।
নিশাচর বৈসে বনে,
ধনু তূণ কোন কার্য্যে দেহে বহি!
বীর-দর্পে,
দর্প!—
হাঁ, বীর-দর্পে কহি পুনঃ।

(রাম ও সীতার প্রবেশ।)

রাম।— ভাই!
শুনিলাম অস্ত্র ঝনঝনি বনে,
যাও তুমি জানকী লইয়ে স্থানান্তরে;
বাধিলে সমর
জানকী পাইবে ডর।

লক্ষ্ম।— যথা আজ্ঞা প্রভু!

সীতা।—রহুক লক্ষ্মণ,
দোসর তোমার রণে।

লক্ষ্ম।— মাতঃ!
বুঝিয়াছ সন্তানের মন।

রাম।— সিংহনাদ অদূরে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্ম।— চল মাতঃ,
রাম আজ্ঞা না করি লঙ্ঘন।

রাম।— উঃ! ঘোর সিংহনাদ দূরে।

[রামের প্রস্থান।

সীতা।—হে লক্ষ্মণ!
কোথা যান রঘুনাথ?

লক্ষ্ম।— মাতঃ! না হও উতলা,
বাধিয়াছে রণ।
বল মাতঃ,
কার এই ধনুক টঙ্কার!
জয় রাম!—শুন আর্ত্তনাদ;
ক্ষুদ্র প্রাণী,
ক্ষুদ্র বাণে হইল সংহার।
চল মাতঃ!

সৈন্য যদি রহে পাছে,
চল যাই স্থানান্তরে ।

(রামের প্রবেশ ।)

রাম ।— ভাই !
মিটিয়াছে রণ,
ক্ষুদ্রজীবী কয় জন ।

লক্ষ্ম ।— রণ কি মিটেছে প্রভু ?
জ্ঞান হয়
অন্য রক্ষ বৈসে বনে,
দুই জন বিচারিয়ে মনে,
আইল কয়েক জন ।
প্রভু !
ফিরিল কি রণে কেহ ?

রাম ।— আঁই আঁই শুনিনু অদূরে,
বুঝি
বিকটা আছিল সাথে ;
সত্য তুমি বলেছ লক্ষ্মণ,
নিশ্চয় বাধিবে রণ পুনঃ ।

লক্ষ্ম ।— কিবা অনুমতি তব রঘুনাথ !
রহিব সমরে সাথি,
কিবা
জানকীরে লয়ে যাব চলে স্থানান্তরে ?

সীতা ।—নাথ !
রহুক দোসর তব লক্ষ্মণ ধানুকী ;
রহিব কুটিরে,
না ডরিব রণনাদে ।

রাম।— বুঝি অদূরে রাক্ষসথানা;
শুন!
রণভেরী নিনাদে গম্ভীর দূরে,
শুন কোলাহল,
জ্ঞান হয় সৈন্য--সমাবেশ--হেতু
যাও লয়ে জানকীরে দূরে।

লক্ষ্ম।— প্রভু! বহু সৈন্য হয় অনুমান।

রাম।— ভাই!
কঠিন কোদণ্ড করে মোর,
পূর্ণ তূণ বাণে;
রাক্ষস নিধনে
অধিক কি প্রয়োজন!
গর্জ্জে রক্ষঃ শুন কাণ দিয়া;
যাও ত্বরা সীতারে লইয়ে:—
সীতা!
অন্যথা না কর কথা মোর,
যাও দূরে লক্ষ্মণের সাথে;
অন্য মন হব তুমি রহিলে নিকটে।

সীতা।—শঙ্করি সংগ্রামে রক্ষা করুন তোমায়।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

রাম।— বিনাশিব পাপমতিগণে,
নিষ্কণ্টক করিব কানন;
রক্ষঃবাস না রাখিব আর।
কি সাহসে আইসে সবে সিংহনাদে,
নাহি জানে ধনুর্ধারী রাম আমি!

[রামের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতগহ্বরের সম্মুখস্থল।

(সীতা ও লক্ষ্মণ।)

সীতা।—যাও তুমি সত্বরে লক্ষ্মণ
শীঘ্র আন সংগ্রাম সংবাদ,
হেথা মম নাহি ডর।

লক্ষ্ম।— দেবি!
ভয়ঙ্কর দণ্ডক কানন,
নাহি জানি বৈসে হেথা কত নিশাচর;
একাকিনী কেমনে রহিবে?
মাতঃ!
দেখিয়াছ রামের বিক্রম
হরধনু ভঙ্গকালে!
ক্ষত্র--কুলান্তক রাম
পরাভব যাঁর তেজে,
কি করিবে ছার রক্ষঃ তাঁর!

সীতা।—একি, ঘোর অশনি নিস্বন;
ঘোর আঁধার কম্পিতা মেদিনী!

লক্ষ্ম।— নহে দেবি অশনি নিস্বন,
বজ্রনাদে অস্ত্রের ঝঙ্কার;
অস্ত্রজাল
মেঘমালা সম আবরিছে দিননাথে,

কম্পে ধরা বীর--পদ সঞ্চালনে।
শুন,
প্রলয়--দুন্দুভি নাদে ধনুক টঙ্কার!
বিলম্ব নাহিক আর,
রাক্ষস সংহার হবে দেবি মুহূর্ত্তেকে।
হের,
ধায় অস্ত্র রবিশ্রেণী যেন,
কোদণ্ড নিঃসৃত শর,
ভূধর না ধরে টান।

সীতা।—শুন শুন,
বারিদ গর্জ্জন সম সৈন্যের হুঙ্কার!
ঝরে অস্ত্র বারিধারা সম,
যাও শীঘ্র রামের সহায়ে;
না জানি কি হয় রণে!

লক্ষ্ম।— হের দেবি,
তারাকারে ঝরে বাণ!
হাহাকারে পূর্ণিত গহন,—
নাহি আর নাহি হুহুঙ্কার;
ক্ষুদ্রজীবী শ্রীরামে না জানে!

সীতা।—অবসান হ'ল কি সংগ্রাম?
শুন শুন নীরব কানন।

লক্ষ্ম।— শুনি দেবি রথের ঘর্ঘর নাদ
সৈন্যভঙ্গে,
রথী হইল আগুয়ান,
পুনঃ রণ বাধিবে এখনি;
বিপক্ষ সমরদক্ষ
বরষিছে অগ্নি হেন বাণ।

সীতা।—যাও তবে, যাও রণস্থলে
বুঝি ক্লান্ত রণে রঘুবীর।

লক্ষ্ম।— ক্লান্ত রণে রঘুবীর!
গর্জ্জে তীর সাগর অধীর,
নাহি আর রথের ঘর্ঘর;
অব্যর্থ রামের শর।

সীতা।—পুনঃ শুন বিকট গর্জ্জন!
আর রথী দিল হানা,
বুঝি অবসান হবে না সমর!

লক্ষ্ম।— কি করিব শ্রীরামের মানা!
রাক্ষস গর্জ্জন
শর সম বিন্ধে বুকে;
আইস দেবি গুহার ভিতর,
ঘোরতর বাধিবে সমর।

সীতা।—অন্ধকার, ভীষণ আরাব!
নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে।

লক্ষ্ম।— চল শীঘ্র গুহায় জননি,
অস্ত্রশ্রেণী ধায় চারি দিকে।

সীতা।—কি হবে লক্ষ্মণ,
রামচন্দ্রে কে দেখিবে!

[সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন।

(রাম ও খর।)

রাম।— আরে রক্ষঃ,
কঠিন জীবন তোর ;
এখন জীবিত রণে !

খর।— নহি আমি ত্রিশিরা কোমলকায়,
নহি বালক দূষণ,
নহি হীন প্রাণী অনুচরগণ,
চতুর্দ্দশ সহস্র নাশিবে বাণে !
হের ভীম প্রহরণ,
কর সম্বরণ
দেখি রে মানুষ তোর বল !

রাম।— অস্ত্র শ্রেষ্ঠ গদা মনোহর,
উথাড়িয়ে পড়ে বাণ !

খর।— ভাবিস্ কি আর,
মরণ নিশ্চয় তোর !

বাম।— ধিক্ ভুজবলে,
তিন দণ্ড যুঝে মোর সনে !—

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(সূর্পনখার প্রবেশ।)

সূর্প।— ওগো মরে না গো একি জ্বালা !
দাদাও বুঝি খেলে কলা,

দাদাও বুঝি খেলে কলা!
ওগো গদাও গেল পুড়ে গো,
গদাও গেল পুড়ে!
মার পাথর ছুঁড়ে,
মার পাথর ছুঁড়ে;—
ওগো পাথর গেল উড়ে গো,
পাথর গেল উড়ে!
টান দে কোসে শাল গাছে,
দেখ্‌ব ছোঁড়া কেমন বাঁচে;—
ওগো গাছটা গেল চিরে গো,
গাছটা গেল চিরে!
দাদার গা হ'ল জির্‌জিরে গো,
গা হ'ল জির্‌জিরে!
ওমা হাত ফেলেছে কেটে গো,
হাত ফেলেছে কেটে!
ওমা গেল দাদা, পড়্‌'ল দাদা,
দাঁতপাটী ছিরকুটে গো,
দাঁতপাটী ছিরকুটে!

[সূর্পনখার প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ।)

রাম।— কোন্ তেজে রক্ষঃ বলবান্!
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ সবে;
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিল,
প্রাণ দিল জনে জনে!
রক্ষগণে
বীর বলি নাহি ছিল জ্ঞান মম,

জানিলাম সংগ্রাম--নিপুণ রক্ষঃ।
অস্ত্রলেখা ধৌত করি গোদাবরী--নীরে,
নহে
জানকী পাইবে ব্যথা।

[রামের প্রস্থান।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রহ্মা।— হের পুরন্দর! সমর হইল শেষ।
যাবে এবে রাক্ষসনাশিনী
সাগর লঙ্ঘিয়া লঙ্কাধামে ;
যান গণপতি আগে আগে
বিঘ্ন নাশ করি,
রুষ্টগ্রহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ :
কহ সাগরে ডাকিয়া
পথে বাদী কেহ নাহি হয় ;
অনুকূল রহুক পবন,
যাবে নারী গোধূলী চাপিয়া।

ইন্দ্র।— অস্ত্রের আরাবে বধির শ্রবণ মম,
আজ্ঞা নারি বুঝিবারে।

ব্রহ্মা।— চল শীঘ্র।

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(মন্দোদরী ও সূর্পনখা।)

মন্দো।—একি ননদিনি!
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তোর মুখে!
একা নর করিল সমর,
বিনাশিল ত্রিশিরা দূষণ খরে!
নহে সেই সামান্য কখন:
ত্রিভুবন কাঁপে রক্ষঃ ডরে,
একক মানব পরাজিল সবাকারে!
নরজাতি সংগ্রাম প্রবীণ!—
নহে বহু দিন,
মায়াধর মারীচ বিমুখ
না জানি কাহার রণে;
সেই জন তাড়কা নাশিল,
দণ্ডক কাননে
আইল বা সেই ধনুর্ধারী!
কি কহিলে,
সঙ্গে নারী অনুপমা?

সূর্প।— ওগো, সঙ্গে ছোঁড়া আছে দোসর;
ওগো কি বল'ব গো,
তার যে গুমর,
তার যে গুমর!

মন্দো।—ছিল দুই নর রণে
মারীচ কহিল আসি,
দশরথ রাজার তনয়;
গেলে পুষ্প অন্বেষণে
অকারণে কাটে নাক কাণ?

শূর্প।— ওগো বনের ফুল তুলে গো
বনের ফুল তুলে,
গেলুম নাকের জ্বালায় জ্বলে গো
নাকের জ্বালায় জ্বলে!

মন্দো।—শুন ননদিনি,
মিনতি করি গো তোরে;
ফুল আশে গেলে নর-বাসে,
কাটিল সে নাক কাণ;
কহিতে সরম কথা!
লজ্জা রাখে গোপনে রমণী।
শুন ননদিনি!
অগ্রজে না দেহ এ সংবাদ;
কহ গিয়ে
বিবাদ বাধিল খর সনে,
রণে হত সর্ব্বজন;
ক্ষত-নাসা করিল তোমার,
নাহি জান কোথা গেল চলি:
নাহি কহ সঙ্গে আছে নারী।

শূর্প।— ও মা, তোমার হুকুম দেখি ভারি!
আমি নাকের জ্বালায় মরি;
বলি গিয়ে দাদার কাছে,
আন রামের নারী।

মন্দো।—শুন লো মিনতি,
দুর্গতি না হবে দূর;
বুঝ লো সুন্দরি, নহে সাধারণ অরি,
রণে কে জিনে কে হারে কেবা জানে।
আছে অভিশাপ
বীরদাপ লঙ্কার ঘুচিবে
নর সহ বিসম্বাদে;
পূর্ব্ব কথা জান ত সকলি!

সূর্প।— ভাল আর কায কি কথা,
বল্‌তে এলুম মনের ব্যথা,
পেলুম ভাল ফল;
আমি বুঝি কামের বশে,
গিয়েছিলুম নরের আশে!
ফুল তুল্‌তে গেছি তাতে লজ্জা কিসে বল?

মন্দো।—মান বোধ ননদী সুমতি!
রণপ্রিয় ভাই তব,
দ্বন্দ্ব বিনা নাহি জানে;
কহ বিভীষণে, সেও তব সহোদর।
পুরুষ বিবাদ-প্রিয়,
রমণীর উচিত সর্ব্বদা
বিবাদ করিতে দূর;
বিবাদে অনিষ্ট সদা ঘটে।

সূর্প।— ওলো, বটে বটে বটে!
তোরে কথায় কেবা আঁটে?
আমি মরি জ্বালার চোটে,
উনি বুদ্ধি দিচ্ছেন সেঁটে!

[সূর্পনখার প্রস্থান।

মন্দো।—আছে রমণী সংহতি,—
রাজার যে রীতি
একান্ত বাধিবে রণ।
হরধনু ভাঙ্গিল যে জন,
সেই বা আইল বনে
রক্ষ--রিপু, পিতৃসত্য পালনের ছলে!
নিশ্চয় ঘটিবে যা আছে বিধির মনে।
ভ্রমে বনে,
বানরের সনে মিলিবে বিচিত্র কিবা।

[মন্দোদরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ মন্দির।

রাবণ।

রাব।— এই হেতু
যাচিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী!
নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন;
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।
নিত্য সেই কঙ্কনঝঙ্কার,
লয়ে ফুলহার
নিত্য আসে পুরন্দর;

স্বর্গে নাহি বিগ্রহ সম্ভব।
নাহি রমণী ভুবনে
প্রেম আশে সাধি যারে ;
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে,
ক্রীড়া-রণে মন নাহি পূরে।
কহ নট নটীগণে
নৃত্য গীত করিবারে,
অস্ত্রাগারে যাইতে না উঠে মন,
বীর হীন এ সংসারে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।)

গান।—

(আড়না-খাম্বাজ—জলদ একতালা।)

আচোঁরা না গায়ে দিব,
চলে গর্‌মি হাওয়া ;
পিয়া পিয়া লো !
সখি, আন্ লো আন্ প্রাণবঁধুয়া।
ওলো, অঙ্গ ঢলে, আমি চল্‌তে নারি,
নারী হয়ে কত সহিতে পারি ;
ওলো, দেখ না দেখ না, এলো না এলো না,
প্রাণ কেমন করে,
সখি আন ধরে, মনচোরে ;—
মালা যায় না সওয়া, বড় গর্‌মি হাওয়া,
আঁখি ঢুলু ঢুলু, আর যায় না চাওয়া।

(মিয়ামল্লার—জলদ একতালা।)

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি,
কেন কাঁদিতে চাই লো !
সে ত কয় না কথা, সে ত চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে ধাইলো।
কেঁদে মরি, সখি তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি ;
'ভাল বাসে না' প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো।

(সূর্পনখার প্রবেশ।)

রাব।— একি, একি স্থর্পনখা !
এ দুর্গতি কি হেতু তোমার ?

স্থর্প। —ও দাদা, জ্বলে মলুম !
ফুল তুল্‌তে বনে গেলুম,
ও দাদা কল্লে খাঁদা !
বনে এসে ধর্‌লে তেড়ে
মেরেছে খর দূষণে,
পালিয়ে এলুম সেথান ছেড়ে।

রাব।— একি স্বপনের খেলা !—
তুই স্থর্পনখা ?
কাটিয়াছে তোর নাক কান ?
অসম্ভব অসম্ভব কথা,
হত খর যোদ্ধাপতি !—
নটীগণে করে খেলা !

কহ কিবা নাম তব ?
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তোর !
পুরস্কার লহ এ অঙ্গুরী,
পাইলাম কুবেরে জিনিয়া ।

স্থর্প ।— ও মা, আমি কোথায় যাব ;
সাগরে গে ঝাঁপ দেব !

রাব ।— সত্য স্থর্পণখা !—
কালচক্র কাহার ফিরিল,
কোন্ কুল নির্ম্মূল-উন্মুখ ?
কোন্ রাজ্য সাগর গ্রাসিবে ?
ছিল কেবা কোন্ রসাতলে,
রাবণে নাহিক জানে ?

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

স্থর্প ।— ও দাদা, মানুষ হুটো, বাঁধা ঝুঁটো ;
ওগো সঙ্গে রূপের ডালি গো
সঙ্গে রূপের ডালি !
মনের দুঃখে কইনি কথা জানত,
ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম খালি গো
ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলুম খালি !
ওগো মন্দোদরী কিবা ছার,
সঙ্গেতে যে ছুঁড়ি তার
সঙ্গেতে যে ছুঁড়ি তার গো !
ও দাদা আন ধরে, দেখ্‌লে পরে,
মন্দোদরী হবে তোমার দো গো
হবে তোমার দো !

রাব ।— মারিয়াছে ত্রিশিরা দূষণ খরে,
আর যত নিশাচরে !—

শূর্প।-- ওগো তীরগুলো জ্বলে গো
তীরগুলো জ্বলে!
মার খেলে না ভুলে গো
মার খেলে না ভুলে!

রাব।— সঙ্গে নারী?

শূর্প।— বড্ডই সুন্দরী গো
বড্ডই সুন্দরী!
দাদা কর তারে চুরি গো
কর তারে চুরি।

রাব।— আর কেবা সঙ্গে তার?

শূর্প।— ওগো গোঁয়ার গোঁয়ার ছোঁড়া গো
গোঁয়ার গোঁয়ার ছোঁড়া!
ওগো সেইটে কুয়ের গোড়া গো
সেইটে কুয়ের গোড়া!

রাব।— দশরথসুত ভাঙ্গিল হরের ধনু,
শুনি ভৃগু সনে বিবাদিল;
পিতৃসত্য হেতু আইল বনে তিন জনে!
রাম নাম তার,
শুনিয়াছি মারীচের মুখে।

শূর্প।— ওগো ঠিক বলেছ দাদা
ওগো ঠিক বলেছ দাদা!
সে কল্লে দূর দূর,
আর ওটা কল্লে খাঁদা গো
ওটা কল্লে খাঁদা!

রাব।— ওহো,
ভগ্নী বুঝি পড়িল মদনে!
নরজাতি?

সূর্প।— নিটোল ছুটো ছোঁড়া গো
নিটোল ছুটো ছোঁড়া!
খালি বিষের গোড়া গো
খালি বিষের গোড়া!

রাব।— মদনের খেলা,
মদনের লুকোচুরি ভাল।
বধিলে তাহারে,
অন্তরে অন্তরে নাহি হবে প্রতিশোধ!
সাধ হয়,
দেখিবারে নর বানরের রণ।
ব্রহ্মার বচন, সাধ হয় পরীক্ষিতে।
হাসি পায়,
নর কপি সংমিলন!
কহ সূর্পনখা,
কেবা নারী সঙ্গে তার?

সূর্প।— ওগো ধর্‌বে তোমার মনে গো
ধর্‌বে তোমার মনে!
তোমার সুন্দরী তো মন্দোদরী?—
পোড়ে থাক্‌বে কোণে গো
পোড়ে থাক্‌বে কোণে!

রাব।— যা হবার হয়েছে ভগিনি!
সমুচিত প্রতিদান দিব অপমানে।

সূর্প।— ছুটোকে কায কি মেরে,
ছুঁড়িকে আন ধরে।

রাব।— যুক্তিমত করিব যা হয়।

[রাবণ ও সূর্পনখার প্রস্থান।

(মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দো।—কোথা যায় দুই জনে?

শুনেছে সংবাদ,

নাহি তবু হুহুঙ্কার,

মার মার রব না উথলে লঙ্কাপুরে!

ঐ পুষ্পক ঘর্ঘর,

আপনি যাইবে রণে!—

না—না,

কোন ছলে হরিবে রমণী।

পুনঃ সতীর নিশ্বাস

পড়িবে বা লঙ্কাপুরে!

বিনা সূত্রে বাধিল বিবাদ।

ফুল-শরাসন,

বিষম সন্ধান তব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাবণ ও মারীচ।)

রাব।— হে মাতুল!

আজি বড় প্রমাদ পড়িল

দণ্ডক অরণ্য মাঝে!
সঙ্গে নারী, দুই জটাধারী
অকস্মাৎ প্রবেশিল বনে।
গেল ভগ্নী পুষ্প অন্বেষণে,
কাটে তার নাক কাণ;
নাশিল দূষণ খরে অনুচর সহ।
হেন অপমান
সহে বা কাহার প্রাণে!
প্রতিদান কিরূপে করিব,
মন্ত্রণা কারণে
আসিয়াছি তব স্থানে।

মারী।— কহ বৎস অদ্ভুত কথন!
কিবা জাতি,
বৈসে কোন্ দেশে;
কি হেতু আইল বনে,
কি নাম তাহার?
ফণী কার দংশিয়াছে শিরে,
বাদ করে তোর সনে!

রাব।— নরজাতি,
শুনিলাম রাম তার নাম।

মারী।— কি বল, কি বল, রাম!—
বুঝিলাম এতক্ষণে!
ধর বৎস উপদেশ মম,
বিবাদে নাহিক ফল,
মহাবল দশরথ রাজার তনয়;
পরাজয় নিশ্চয় পাইবে রণে।

রাব।— হীনবল কি হেতু জানিলে আজি মোরে?

মারী।— তব বল ভুবনে প্রচার,
মিছা বাক্য আড়ম্বর বর্ণনা তাহার।
বিচক্ষণ তুমি,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত :
বুঝি কার্য্য করিতে উচিত।
শুন পূর্ব্ব বিবরণ,—
তপোবনে বসিত জননী,
রণে উগ্রচণ্ডা সম ভীমা ;
রিপু প্রহরণে
চিবাইত দন্তে সদা।
কোটি কোটি কটক পড়িত
তাড়কার সিংহনাদে ;
যজ্ঞ বিঘ্ন করিত সদাই।
অকস্মাৎ
ধনু করে আইল বালক নর!
বধিল মাতারে!
দেখিলাম ভূমিতলে পতিতা জননী
মেরু যেন দুই চির!
তিন কোটি রণদক্ষ নিশাচর সাথে
ভ্রমিতাম যজ্ঞ নাশ করি,
যজ্ঞহীন আছিল ধরণী ;
পুনঃ সে বালক ধনুধারী!
নহে একা, আর শিশু সাথি ;
বালক জুড়িল বাণ,—
হের,
কণ্টকিত কলেবর মম !
—কিছু নাহি জানি আর,

শূন্যজ্ঞান, সাগর মাঝারে
শত বৎসরের পথ !
তদবধি
হিংসা পরিহরি তপাচারী আমি।
শুনিলাম তিন কোটি নিশাচরে
সংহারিল অন্য শিশু :—
পড়ে মনে,
পড়িল যে দিন লঙ্কায় কপাট তব :
উগ্রচণ্ডা অকস্মাৎ গর্জ্জিল যে দিনে ;—
কি সংবাদ,
হরধনু হ'ল ক্ষয় !—
পুনঃ সে বালক মিথিলায়,
ভাঙ্গিয়াছে হরধনু !
কার্ত্তবীর্য্য রাজা,—
জান তুমি বীর্য্য তার দিগ্বিজয়কালে.—
প্রাণ দিল ভৃগুরাম রণে।
হরধনু ভঙ্গ শুনি, ক্রোধে আইল মুনি
নিক্ষত্র করিতে পুনঃ ;
সভয় বিষণ্ণ সবে !
পুনঃ বাদী বালক দুর্জ্জয় ;
সভয়ে সত্বরে পূজা কৈল ভৃগুরাম।
সে বালক রাম নাম ধরে,
এবে যুবা।
পুনঃ ধনুধারী দুই নর,
পড়িল দূষণ খর অনুচর সহ ;
নর, রাম নাম ধরে,
সামান্যে না হবে রণ জয়।

রাব।— ভাল,
এত যদি বিক্রম তাহার,
আছে তো রাক্ষসী মায়া;
সঙ্গে নারী, হরে আনি তারে:
ছলে করি না পারি যা বলে।
মারী।— কার ঠাঁই কুবুদ্ধি পাইলে?
রাব।— কেন ডর,
তুমি পরম মায়াবী:
নরে কি বুঝিবে মায়া তব।
মারী।— যাইতে কি বল মোরে তব সাথে?
রাব।— তোমা বিনা
কার্য্যসিদ্ধি কে করিবে?
মারী।— যম আসি ধরিয়াছ জটে!
আইলে ভাল উপদেশ হেতু!
বাপু! ত্যজিয়াছি স্বর্ণলঙ্কা,
তপ করি রহি বৃক্ষমূলে;
কেন মোরে টানাটানি!
রাব।— হে মাতুল,
পাসরিলে আপন বিক্রম!
ভুজে তব অযুত হস্তীর বল,
মানবে কি হেতু ডর?
মারী।— কেন ডরি!—
বাপু, বৃদ্ধকাল,
বুঝিতে না পারি।
রাব।— এত ডর নরে তব!
ভাল, যুদ্ধ না করিব;
যুদ্ধ হেতু না কহি তোমারে;

তুমি মায়ার নিদান,
মায়া পাতি ভুলাও রামেরে।
মারী।— মায়া মোহ চলে না সেখানে,
টুটে সব রাম দরশনে।
রাব।— ভাব কি মাতুল,
লঙ্কার রাবণ
গ্রাসিবে এ অপমান!
ইন্দ্র স্বর্গে হাসিবে বসিয়া,
কাটিয়াছে ভগিনীর নাক কাণ!
নারী হরি আনিব তাহার,
অতি ক্ষুদ্র যুদ্ধ না করিব:
আইস সাথে, বিলম্ব না কর।
মারী।— বৎস!
বিদ্যুজ্জিহ্বা আমা হতে মায়াধর।
রাব।— করিয়াছ যথার্থ গণনা,
শমন তোমার আমি।
যুদ্ধ ভয়,—
নর-যুদ্ধ ভয়!
হেন কথা রাবণে কহিলি!
মারী।— ত্রাণ কর ভগবান্!—
বাপু রোষ নাহি কর,
চির দিন তব আজ্ঞাকারী আমি;
বৃদ্ধ মাতুল তোমার,
সাবধান হেতু কহিলাম দুই কথা;
নহে
রণে কেবা তোমারে আঁটিবে?
রাব।— চিন্তা তুমি কর অকারণ।

মারী।— চিন্তা কিবা?
ব্রহ্মা বরে
অমর—অজেয় জগতে তুমি।

রাব।— নর বানরের কথা,
স্মৃতিপথে আন মোর?
অপূর্ব্ব মিলন!
সাগর লঙ্ঘন,
নর হ'তে কভু না সম্ভবে,
নারায়ণ নর না সাজিলে!

মারী।— বৎস!
দেব সম কার্য্য হের রামের সকলি।

রাব।— এতক্ষণ কাটিতাম শির তব;
কিন্তু ভীরু তুই,
সে হেতু না ছুঁই তোরে।
সত্য যদি অভিপ্রায় তব,
রাম যদি নারায়ণ;
মূঢ়!
অকারণে কেন কর তপ?
রাখ কীর্ত্তি নারায়ণে হয়ে বাদী।
দর্পে যাহ দেহ ত্যজি,
রাখ রাক্ষসগরিমা ভবে।
বাক্য মম জানিহ নিশ্চয়;
চন্দ্র সূর্য্য যদি হয় ক্ষয়,
বাক্য মম না নড়িবে।
অমর নহিক আমি;
ঘুষিবে সংসারে
দুরাচার আছিল রাবণ,

সদাশয় কেহ বা কহিবে;
কিন্তু
এ সংসারে কেহ না বলিবে,
ডরে কার্য্য ত্যজিল রাবণ।
রাম যদি নারায়ণ,
ছলে লক্ষ্মী আনি তার হরি;
উচ্চ কার্য্যে রাবণ না ডরে।

মারী।—তিন কোটি সহস্র বৎসর,
ছয় মাস, এক দিন,
সাত দণ্ড,—কয় পল
শীঘ্র তাহা হইবে নির্ণয়;—
এত দিন ছিল পরমায়ুঃ!

[রাবণ ও মারীচের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দণ্ডকারণ্য।

(সীতা ও রাম।)

সীতা।—

(বসন্ত-বাহার—মধ্যমান।)

তোরে ভালবাসি,
ওলো কুসুম কলি! কত কথা বলি,
নিরবে শুন লো তুমি হাসি হাসি।
হাসি কোথা শিখিলি সই,
ওলো কুসুম কলি!
হাসি ভালবাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি হাসি বাঁধিব লো প্রাণ অলি,
আমি অভিলাষী।

রাম।— কারে বাঁধিবারে প্রাণেশ্বরি,
কুসুমের হাসি
শিখিতে করেছ সাধ?
জান ত জান ত আমি ভালবাসি
জানকীর হাসি!
বিহঙ্গিনী গায় সুমধুর,

যবে তুমি রহ মম পাশে,
মৃদুভাষে শুনাও সংগীত মোরে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ ভরে,
তাই পাখী গায় হে ললিত।
সই ব'লে দেখাইলে কমলিনী,
সেই মৃদুভাষে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ নাচে,
তাই কমলিনী ভালবাসি।
কুরঙ্গিনী সঙ্গিনী তোমার,
তাই অচেতন নয়ন তাহার
ভাল বলি প্রাণপ্রিয়ে।
প্রাণ দেখাবার নয়,
সীতাময় হিয়া মম,
সদা প্রাণ চায়,
বলি প্রিয়ে—আমি 'ভালবাসি'
'ভালবাসি' তুমি বল ফিরে!

সীতা।—ভালবাসি ব'লে না পূরায় সাধ,
তাই ভ্রমি বনস্থলী;
সবাকারে বলি,
'আমি ভালবাসি রাম আমার'
পাখী ফুল চন্দ্রমা তারকা,
সবে প্রফুল্ল বদনে শুনে,
তাই সবাকারে ভালবাসি।

রাম।— প্রিয়ে! ক্লান্ত তুমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
চল যাই কুটীরে ফিরিয়ে।

সীতা।—না না,
বসি এই বৃক্ষমূলে,

দূর্ব্বাদলে শুয়ে তব কোলে,
শুনি বাল্যলীলা কথা তব :
আমিও কহিব,
কেমনে সঙ্গিনীগণে লয়ে
খেলিতাম জনকভবনে।
বাল্যলীলা
ভালবাসি শুনিতে তোমার মুখে।

রাম।— বাল্যলীলা ডুবেছে আমার
তব প্রেমলীলা--স্রোতে!—
যেই দিনে নয়নে নয়ন,
হৃদয়ে আমার বাজিল নূতন তার;
নব চক্ষে হেরিনু সংসার!
প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার,
সীতা মম প্রেমময়ী।
—চল প্রিয়ে!

সীতা।—

(কামদ-বেহাগ—আড়াঠেকা।)

ওহে শুক শারি!
মুখে মুখে চোকে চোকে, ভাল খেলা শিখেছ,
ওহে শুক শারি, বনবিহারি!
শারি, আমিও নারী,
কত সাধ করি,
প্রাণনাথ মম হৃদয়ে ধরি;
মুখে মুখে চোকে চোকে, আমিও খেলি,
শারি, আমিও নারী বিপিনচারী।

রাম।— ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়াছি দূর বনে।

[রাম ও সীতার প্রস্থান।

(ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা!— মহামায়া!
হও মা উদয় আসি;
বর দিয়ে ঠেকেছি মা দায়!
দুরাশয় রাক্ষসে
নাশ মা বিশ্ব-বিমোহিনি!
উর, উর মা কাননে;
তোমা বিনা
নারায়ণে কে মোহিবে
জগৎবন্দিনি প্রকৃতিরূপিণি!
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে বিরাজিতা,
মুগ্ধ দশানন তব ছলে;
আসি যামিনীরূপিণি,
মুগ্ধ কর রাম সীতা লক্ষ্মণেরে!
কল্পনা জননি!
করুণা কর মা দাসে;
রক্ষঃ-কল্পনায়
আশ্রয় কর গো ত্বরা।
সৃজিলাম তোমারে আশ্রয় করি,
তবাশ্রয়ে হয় মা পালন,
নিধনে মা তুমি মহাকায়া:
স্বর্ণমৃগ ছায়া,
চপলা হাসিনি!

চপলা জিনিয়া গতি
দেহ মারীচের হৃদি মাঝে!

(মহামায়ার প্রবেশ।)

মহা।— প্রকৃতিরূপিণী আমি,
জান তুমি কমণ্ডলু-পাণি!
প্রকৃতিরূপিণী,
বাড়িলাম জনকের ঘরে;
কানন মাঝারে নাশিলাম রক্ষঃগণে।
ভুলাইতে রঘুনাথে,
প্রকৃতি রয়েছে পাশে;
প্রকৃতি আমায় নাহি ভেদ।
প্রকৃতি রূপেতে প্রসবি সকলি,
পালন প্রকৃতি রূপে;
ক্ষয় পুনঃ প্রকৃতি মিলনে।
নাহি ভয় স্বর্ণমৃগ করিব আশ্রয়:
যবে রাম শরে মারীচ পড়িবে,
মায়া--স্বরে ডাকিব লক্ষ্মণ বলি।

ব্রহ্মা।— মহামায়া!
রেখ মনে তবাশ্রিত দেবকুল।

[ব্রহ্মা ও মহামায়ার প্রস্থান।

(রাবণ ও মারীচের প্রবেশ।)

রাব।— মৃগরূপ অপূর্ব্ব তোমার!
ময়ূর সাজিলে,
অবশ্য সুন্দর অতি;
কিন্তু নহে কল্পনা অতীত;

আর আর যে বেশ ধরিলে,
সুন্দর সকলি মানি।

মারী।— বৎস,
সবা হতে সুন্দর ললাট মম!
ভাল,
মৃগে যদি তব মন,
যাই আমি মৃগরূপে;
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে যাব দূরবনে।

রাব।— হে মাতুল!
এই মাত্র চাহি।

মারী।— আমি রাম--স্বরে
করি গিয়ে ত্রাহি ত্রাহি।

[মারীচের প্রস্থান।

রাব।— বাণবিদ্ধ হেরিলাম সৈন্যগণে,
সত্য বটে সুসন্ধানী রাম;
কিন্তু
অব্যর্থ সন্ধান সীতার নয়ন কোণে!
ঐরূপ
মম উরুদেশে শুয়ে,
যদি বামা কয় কথা;
নাহি ব্যথা,
এ জীবন অনায়াসে পারি দিতে,
তুচ্ছ মানি লঙ্কার বৈভব,
রমণী দুর্ল্লভ বুকে রাখি সদা দেখি!

[রাবণের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীরসম্মুখ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা।)

সীতা।—হের নাথ কুরঙ্গ সুন্দর;—
রূপে আপনি মগন,
নেচে নেচে যায় বনে!
কান্তি হেমময়,
যেন রতননিচয় খচিত সুন্দর দেহ!
লোমাবলি
ঝলসে মুকুতা সম;
প্রাণনাথ!
দেহ এ কুরঙ্গ মোরে।

রাম।— হের ভাই আশ্চর্য্য হরিণ!

লক্ষ্ম।— হেরি দেব নানা বিঘ্ন বনে আজি!

রাম।— কিবা বিঘ্ন কুরঙ্গ দর্শনে?

লক্ষ্ম।— প্রভু!
বাল্যাবধি ফিরি মৃগ পাছে,
এ নহে কুরঙ্গ দেব;
মায়া মৃগ হেন লয় মন:
রক্ষঃ-মায়া জ্ঞান হয় দয়াময়।

সীতা।—প্রভু! যে হয় সে হয়,

দেহ এ কুরঙ্গ মোরে।
আহা, আসিতেছে ননীর পুতুলী,
বিজলী ঝলকে যেন!
এ সুন্দর রূপ
বিকট রাক্ষসে কেমনে ধরিবে কহ?
ব্রহ্মা বিনা কার ধ্যানে
প্রসবে সুন্দর হেন!

রাম।— যদ্যপি এ রাক্ষস, লক্ষ্মণ!
নাহি জানি কেমন সাহস তার;
একা অগ্রসর বাণমুখে মম!
রণে বাণের গর্জ্জন,
ভুবন শুনেছে আজি।

সীতা।—নাথ!
রাখ রাখ দাসীর মিনতি।

রাম।— সাবধানে রহ হে লক্ষ্মণ,
ধরিব কুরঙ্গ আমি:
এ যদ্যপি কোন মায়াধর,
গোচর হয়েছে এবে;
অগোচরে
অন্য ছল পাতি ভুলাইতে পারে সবে;
বিনাশিতে উচিত এখন।

সীতা।—ধরে দেহ কুরঙ্গেরে।

রাম।— রহ তুমি সীতার রক্ষণে।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ্ম।— মাতঃ! নিশ্চয় এ মায়া।

সীতা।—দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,

নহে মায়া মৃগ;
ধরেছেন রাম:—
না না,
পলাইল বিদ্যুৎগমনে।
এইবার ধরিবেন রাম;
পাছে ঘন গুল্ম,
কোথা পালাইবে আর;—
একি, নাহি দেখি মৃগ!
অতি দূরে ঐ দেখ,—
অদেখা হইল পুনঃ।
হে লক্ষ্মণ!
শ্রীরামে না দেখি আর,
কত দূর যান প্রভু পাছে?
সত্য যদি হয় মায়া!—

লক্ষ্ম।— মাতঃ! নাহি ডর,
আসিবেন শ্রীরাম ফিরিয়ে।

নেপথ্যে—ভাই রে লক্ষ্মণ!
রক্ষঃহাতে রক্ষা কর ভাই!—

সীতা।—শুন শুন শ্রীরামের আর্ত্তনাদ!—
শীঘ্র যাও ধনুর্ধারি!
প্রাণ ধরিতে না পারি,
শীঘ্র যাও দেবর লক্ষ্মণ!

লক্ষ্ম।— বিড়ম্বনা!
নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া।
জান তুমি,
সকাতর বাণী না সরে রামের মুখে।
ধনুর্ভঙ্গ স্বচক্ষে দেখেছ দেবি;

ভৃগুরামে নিস্তেজ সমরে,
মলিন দেউটী যথা তপন কিরণে;
আজি রণে দেখেছ বিক্রম,
অকারণ শঙ্কা কর মাতা।

নেপথ্যে—ভাই রে লক্ষ্মণ!
রক্ষঃহাতে রক্ষা কর ভাই!

সীতা।—নিশ্চয় এ রামের কাতর ধ্বনি!
"ভাইরে লক্ষ্মণ"
ঘন ঘন উঠে বনে,
ক্ষণে ঘটিবে প্রলয়;
যাও শীঘ্র ধনু অস্ত্র লয়ে!

লক্ষ্ম।— মিছা ভয় ত্যজ গো জননি;
রাম শরে কে পাইবে ত্রাণ!
বিষ্ণু অবতার রাম,
কি করিবে রাক্ষসে তাঁহার?
ভীষণ এ দণ্ডককানন,
একাকিনী রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব মাতা?
নহে প্রসন্ন দেবতা,
মায়াময় ভ্রমে নিশাচর।

সীতা।—বুঝিলাম বীরপণা তোর;
বাধিলে সমর,
রহ ধরি নারীর অঞ্চল!
ধিক্ ধিক্ রামনিষ্ঠা তোর,
ধিক্ প্রাণে,
ধিক্ তোর ধনুর্ব্বাণে!

লক্ষ্ম।— গঞ্জনা দিও না মাতা আর!

তোমার রক্ষণে
রাখিলেন রঘুমণি মোরে,
রাম আজ্ঞা লঙ্ঘিয়ে জননি,
কেমনে যাইতে বল ?
ত্যজিলে তোমারে,
কি কবেন রঘুমণি মোরে !

সীতা।—বুঝেছি বুঝেছি তোর মন,
বীরগর্ব্ব বুঝেছি তোমার ;
আনুগত্য সকলি বুঝেছি :
রাজ্য কাড়ি লইল ভরত,
ভার্য্যা লবে বাসনা তোমার !

লক্ষ্ম।— রাম রাম !—
সাক্ষ্য হও দেবতামণ্ডল,
বিনা দোষে কটু কন মাতা :
রাজীবলোচন !
তব আজ্ঞা পালিব কেমনে ?
পুনঃ হেন বাণী সহিতে নারিব,
পরমাণু হব !
যাব মাতা, যা থাকে বিধির মনে।
দিই গণ্ডী ব্রহ্ম-মন্ত্র পাঠে ;
শত্রুরূপে আসিলে নিকটে,
ভস্ম হবে মন্ত্র তেজে ;—
ব্রহ্মময় ভুবনে ব্যাপিত তুমি,
পূর্ণতেজ, তেজের আকর ;
মম মন্ত্রে হও অধিষ্ঠান :
ভগবন্ !
রক্ষা কর জানকীরে !—

মাতঃ! প্রমাদ পড়িবে
আসিলে রেখার পারে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সীতা।—কেন মৃগ ধরিতে কহিনু রামে,
পোড়া ভালে না জানি কি ফলে!—
মায়া করে কে এল হরিণী বেশে?
মায়াযুদ্ধে না জানি কি হয়!

নেপথ্যে।—

(বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—তেওরা।)

বিশ্বেশ্বর ভব বৃষভবাহন,
মহাদেব শিব ত্রিপুর-নিসূদন।
প্রমথনাথ, মনমথ-মানমর্দ্দন,
যোগীশ্বর, জগদীশ্বর,
হর হর উমা-হৃদিরঞ্জন হে।

(যোগীবেশে রাবণের প্রবেশ।)

রাব।— কে তুমি রূপসি!
বসি একাকিনী
বিষম দণ্ডকবনে স্থল-কমলিনী?
ঘন চাহ দূর বনে,
কোন্ রবি আশে বল?
মূর্ত্তিমতী করুণা কুটীরে,
ভিখারীরে দেহ দান।

সীতা।—যোগীবর!
প্রণাম চরণে তব;

কর আশীর্ব্বাদ,
প্রাণনাথ আসুন ফিরিয়ে,
বিধিমতে অতিথি-সৎকার
করিব তেজস্বী তব।

রাব।— ভাল ভাল,
স্বামী তব আসুন ফিরিয়া;
ভিক্ষা ব্যবসায়ী আমি,
এক স্থানে বহুক্ষণ রহিবারে নারি।
হের অস্তাচলগামী দিনমণি,
সন্ধ্যা হলে ভিক্ষা নাহি লব;
দেবতা সাধনে রহিব নিয়ম মম:
ভিক্ষা তব লব আসি কালি,
যদি নাহি যাই স্থানান্তরে।

সীতা।—যোগীবর, কোথা বাস তব?

রাব।— সন্ধ্যা যথা তথায় আবাস।

সীতা।—তবে তিষ্ঠ আজি এই স্থানে।

রাব।— হের ক্ষুধায় ব্যাকুল আমি,
ভিক্ষা অন্বেষণে যাই অন্য স্থানে;
নিশা আগমনে অনশন হবে মম।

সীতা।—আছে মাত্র পক্ক ফল গৃহে।

রাব।— যথেষ্ট আমার!
আসিয়াছি এক ফল আশে,
দেহ দেহ ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।

সীতা।—লহ ফল,—

রাব।— আশ্রমে না লই কভু দান।

সীতা।—শুন যোগী মিনতি আমার,
রেখা পাড়ি গিয়াছে লক্ষ্মণ;

ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম সাক্ষ্য করি :
কেমনে লঙ্ঘিব বল ?

রাব ।— মম রীতি ভাঙ্গিব কেমনে ?
করি আশীর্ব্বাদ,
ক্ষুব্ধ নাহি হও মনে ;
ভিক্ষা হেতু অন্য স্থানে যাব।

সীতা ।— হে তেজস্বি! কৃপা কর অবলারে ;
গৃহী আমি,
অতিথি বিমুখে
সর্ব্বনাশ ঘটিবে আমার।

রাব ।— ইথে কি আছে উপায় আর ?
ভাল,
ফল রাখ কুটীর বাহিরে।

সীতা ।—লও তবে যোগীবর ;—

রাব ।— রাখ কুটীর সীমার পারে,
এত দূর গণিব আশ্রম ;—

(সীতা অগ্রসর এবং রাবণ কর্ত্তৃক ধৃতা হওন।)

স্থলোচনে,
এই ফল কামনা আমার !
প্রেমের বিভূতি কায়,
প্রেমে
যোগী সাজে লঙ্কার রাবণে হের।

সীতা ।—রক্ষ, রক্ষ চৈতন্য আমার
চৈতন্যরূপিণী তারা !
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
রক্ষা কর আসি ত্বরা !

রাব।— কোথা তারা,
কে দিবে উত্তর?
কি ভয় তোমার,
দাস তব র'ব পদতলে!
দিও না হে ব্যথা,
প্রাণ রাখ, শুন মোর কথা।
শত ইন্দ্র জিনিয়া বৈভব মম,
সকলি তোমার;
চরণে বিকায়ে রব:
নহি অরি,
প্রেমের ভিখারী তোর!
ত্যজ তপস্বীরে,
রাজ্যেশ্বর লোটে পায়।

সীতা।—ওহে মৃত্যু! ধর্ম্মরাজ তুমি,
ধর্ম্ম রক্ষা কর অবলার!—
শিব-সীমন্তিনি! শিবনিন্দা শুনি,
ত্যজেছিলে দেহ সতি,
গতি কর মা আমার;
সতীরে বঞ্চনা ক'র না মা হৈমবতি!
আশুতোষ,
কাতরে করুণা কর;
সদাশিব,
শিব-দেহ দেহ মোরে!—
হে তপন,
অনল আকর তুমি;
স্পর্শিয়াছে পামর আমারে,
ভস্ম কর কলঙ্কিনী দেহ!—

সমীরণ,
আন শীঘ্র রাম ধনুধারী,
দুরাচারী রাক্ষসে নাশিতে!—
দেবর লক্ষ্মণ দেখ আসি,
ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে;
আসিয়া কর হে ত্রাণ!—
তরু লতা গুল্ম ফুল ফল,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য
ক'য়ো কথা, ব'ল রঘুনাথে,
রাবণ হরিল সীতা!—
বিহঙ্গিনি! সঙ্গিনী আমার,
দেহ বার্ত্তা রঘুনাথে,
সীতা তাঁর রাক্ষসে হরিল!—
কুরঙ্গিনি, যাও দ্রুতগামী!—
প্রতিধ্বনি বিপিনবাসিনি,
হাহাকার ধ্বনি বহ লো রামের কাণে!—
ছাড়্ দুরাচার,
সবংশে সংহার হইবি রামের বাণে।

রাব।— শাপ দেয় নারী
ভালবাসি সুন্দরি জাননা।
বল চাঁদমুখে, যত কটু আসে,
রাম নাম ক'র না রূপসি।
কি সুন্দর নেহারি বিপিনে!
স্বর্ণ-ধামে এ হেন সুন্দরী,
হেরিব কি তোরে আর;
বিবসা বিপিনে যথা হেরি!

সীতা।—মেদিনী মা,

গর্ব্বে পুনঃ নেগো মোরে!—
কোথা রাম, কোথা দেবর লক্ষ্মণ!
কোথা রাম, কোথায় শ্রীরাম মোর!

রাব।— ঐ নাম বজ্রের অধিক মোরে বাজে!—
চল, গালি দেহ বিধুমুখি!

সীতা।—রক্ষা কর, রক্ষা কর কেহ
আশ্রয় বিহীনা নারী:
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ!

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাম।)

রাম।— জিনি মম ধনুক টঙ্কার,
বাণের গর্জ্জন জিনি,
ডাকিল দুরন্ত নিশাচর;
মায়া স্বর গেল কি কুটীরে?
ছলে ভুলে আসে বা লক্ষ্মণ পাছে!
আসিয়াছি বহুদূর বনে,
পথ না লক্ষিতে পারি।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ ।)

একি ভাই !
কোথা রেখে এলে সীতা ?

লক্ষ্ম ।— অকস্মাৎ
উঠিল কাতর ধ্বনি নীরব কাননে,
প্রভু !
কুকথা কহিল মাতা মোরে ;
তেঁই আইনু তব অন্বেষণে ।

রাম ।— সুবোধ লক্ষ্মণ !
তুমিও ভুলিলে ভাই রাক্ষস কৌশলে ?
দূর বনে,
আইলে নারীর বোলে !

লক্ষ্ম ।— কটু বাণী জননীর মুখে
সহিতে নারিনু প্রভু ।

রাম ।— বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা !—
চল রে লক্ষ্মণ,
এতক্ষণ না জানি কি হয় !
হেতু বিনা রাক্ষস না কৈল মায়া ।
ঘন গুল্ম বিষম কণ্টক বন,
পথ নারি লক্ষিবারে ভাই :
নিবিড় কানন,
সূর্য্যরশ্মি না করে প্রবেশ,
সন্ধ্যার আবাস যেন !

লক্ষ্ম ।— এই পথে আইস রঘুনাথ ।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।

(বিমানপথে রাবণ ও সীতা,—নিম্নে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, নল ও নীল।)

রাব।— দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় পাথী!
বহু কষ্টে জিনিনু সংগ্রাম।
দেখিলে কি দুর্ব্বল সমরে,
তাই নামিবারে যত্ন কর কৃশোদরি?

সীতা।—তরু গুল্ম পর্ব্বত সাগর,
চন্দ্র সূর্য্য দেবতামণ্ডলী,
জলচর ভূচর খেচর,
রক্ষা কর অভাগীরে!

সুগ্রী।— ছল পাতি কে আসে না জানি!
কোমল করুণ বাণী
অকস্মাৎ শুনি শূন্যপথে;
আজি বুঝি সংশয় জীবন!
নিশ্চয় বালীর অনুচর,
চল সবে গহ্বরভিতরে
লুকাইয়া রাখি প্রাণ।

হনু।— বালী বিনা অন্য যেবা হয়,
কি ভয় তাহারে রাজা?

জাম্বু।— দেখ,
নহে বালীর কিঙ্কর;
ব্যোমচর চলেছে দক্ষিণে,
ছুটিতেছে উল্কার সমান!

সীতা।—অনাথিনী ছিনু একাকিনী,
রামের বনিতা সীতা;
শূন্য ঘরে রাবণ করিল চুরি;—
ব'ল ব'ল যে শুন রোদন মম,
রঘুনাথে দিও সমাচার।
আরে দুরাচার,
সংহারের করিলি উপায়!

রাব।— চন্দ্রাননি!
প্রাণ তুচ্ছ গণি,
তোমা বিনা প্রাণ কিবা ছার!

সুগ্রী।— রথ সম হয় অনুমান,
হের রথী দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে;
নিশ্চয় বালীর চর,
লুকাইয়া আছে কোথা বালী:
ভুলিয়ে রোদনস্বরে হইলে বিরোধী,
বালী আসি বধিবে পরাণ।

সীতা।—কে তোমরা গিরিশৃঙ্গবাসি?
রামের রূপসী,
হরে মোরে লঙ্কার রাবণ!
আভরণ রাখ মোর,
দেখাইও শ্রীরামে আমার,
যদি প্রভু আসেন এ স্থানে।

সুগ্রী।— দেখ দেখ অগ্নির কিরণ!

নহে কভু আভরণ,
মায়া অস্ত্র নিশ্চয় সকলি ;
কোথা যাব জীবন সংশয় !

জাম্বু।— পবন গমনে,
দেখ রথ ছুটিল দক্ষিণে।

সুগ্রী।— এও ছল,
ছল পাতি চলেছে দক্ষিণে ;
বাহুড়িবে পুনঃ,
লুকাই গহ্বর মাঝে।

[হনূমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান

হনূ।— নহে অস্ত্র,
নরের এ অলঙ্কার।
শুনিলাম হরিল রাবণ :
শুনেছি রাবণ নামে কে আছে দুর্জ্জন,
সেই বা হরিল কার নারী !
করিতাম নিশ্চয় সংগ্রাম,
কিন্তু
কি করিব বালীরে ডরাই।

নেপথ্যে—রক্ষা কর,
সিংহের রমণী শৃগালে হরিয়ে নিল !

হনূ।— নর নহে,
সিংহের রমণী !
নর-সিংহ পতি কি ইহার ?
বিচিত্র রথের গতি,
উল্কা সম ছুটিছে বিমানে !
সত্য যুগে নরসিংহ হ'ল নারায়ণ,

সেই বা ইহার পতি!—
রাখি তুলে অলঙ্কার।

[হনূমানের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর

(রাম ও লক্ষ্মণ।)

রাম।— দেখ ভাই শূন্য নিকেতন!
কোথা সীতা?
সীতা,—সীতা!—এ সময়ে না কর কৌতুক

লক্ষ্ম।— কাঁপে কায় শূন্য ঘর হেরি!

রাম।— ভাই, ভাই!—কোথা সীতা মম?
সীতা বিনা এখনি ত্যজিব প্রাণ!

লক্ষ্ম।— হতজ্ঞান হইয়াছি প্রভু,
বুদ্ধি না জুয়ায় মোর!

রাম।— সীতা, সীতা!—দেখা দাও আসি ত্বরা:
রাজ্য হারা,
তোমা বিনা নাহি আর ধন!

লক্ষ্ম।— প্রভু! না পাই উত্তর,

বুঝি বা কি প্রমাদ পড়িল!
অন্তরালে থাকিলে জানকী,
অবশ্য আসিত মাতা ব্যগ্রতা দেখিয়ে।

রাম।— কি বল রে, কি বল লক্ষ্মণ!
নাহি মম সীতা বিনা!—
নাহি জান জানকীরে,
ভালবাসে কাঁদাতে আমায়,
তাই লুকাইল বনে।

লক্ষ্ম।— দেখ দেব, পঞ্চ ফল পড়িয়ে এথানে;
ছিন্ন বাস, অলঙ্কার কণা,
কি হইল বুঝিতে না পারি!

রাম।— আরে আরে পরাণ বিদরে,
কর সীতা অন্বেষণ!
প্রাণের লক্ষ্মণ, রাখরে জীবন ভাই!—
সন্ধ্যাসমীরণে ফুটেছে কুসুমকুল,
গেছে বুঝি কুসুম-দশনা তথা;
কিম্বা যথা নিকুঞ্জে ডাকিছে পাখি,
হৃদি-বিহঙ্গিনী আদরে বা সে সবারে!
ময়ূরীর সনে খেলিছে বা দূর বনে!—
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় ভাই;
দেহ সীতা ভাই রে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্ম।— তিষ্ঠ ক্ষণ রঘুমণি,
পাতি পাতি খুঁজিব কানন।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম।— ভাল বিধি কাঁদালে আমায়!
বুঝি তব পদে নিরবধি অপরাধী;

হৃদয়ের নিধি কোথায় লুকাল বল।
তরু গুল্ম, শুন বনস্থলী,
শুন শুন ভূচর খেচর,
বল মোরে কোথা চন্দ্রমুখী সীতা ?—
শুনি পদধ্বনি,
আসে বুঝি জানকী আমার ;
হায়, হায়! কোথা সীতা,
শুষ্ক পত্র পবন উড়ায়!
শুনি জানকীর ধ্বনি ;
হা দগ্ধ হৃদয়!—
দূরে গায় বিহঙ্গিনী!
গেছে সীতা গোদাবরী তীরে,
কুরঙ্গীরে দিতে বারি ;
যাই,
আনি সীতা বুকে করে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্ম।— দাদা,
জানকীর না পাই সন্ধান!

রাম।— কি বলিস্, কি বলিস্!
হা মাতঃ কৈকেয়ি!
মনোবাঞ্ছা পূরিল তোমার। (মূর্চ্ছা।)

লক্ষ্ম।— প্রভু!
বিলাপের নহে এ সময় ;
উঠ উঠ রঘুমণি,
জানকীর করি অন্বেষণ।
ধিক্ ধিক্ রে জনম্!

কি করিব, কে কহিবে মোরে ?
দর্প বুঝি ঘুচিল আমার।
দাদা, দাদা !—

রাম।— কোথা সীতা ভাই রে লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্ম।— ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্যের আধার,
বিষ্ণু অবতার তুমি।
রঘুমণি ! খুঁজিলাম বন পাতি পাতি,
কোথাও না পাইনু সন্ধান।

রাম।— আছে সীতা গোদাবরী তীরে,
জল দেয় কুরঙ্গীরে।
আনিগে জানকী,—
হা সীতা ! (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্ম।— উঠ দেব, উঠ রঘুনাথ,
বজ্রাঘাত না কর নফরে আর !
কোথা মা জানকি,
একাকী কেমনে মা গো শান্ত করি রামে !
দাদা—দাদা !
অচেতন পড়িলে কাননে,
কেমনে মাতারে পাব ?

রাম।— লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !
কেহ কি বধিল জানকীরে ?

লক্ষ্ম।— নিশ্চয় এ রাক্ষসের মায়া,
ভেদিতে না পারি প্রভু।

রাম।— মায়া চূর্ণ করি আমি বাণে।

লক্ষ্ম।— প্রভু !
ধরি রাজীব চরণ ;
কারে বাণ করিবে ক্ষেপণ ?

রাম।— পর্ব্বত কাটিব,
সাগর শুষিব বাণে ;
বল সীতা কোথায় লক্ষ্মণ ?
হানি বাণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিব।

লক্ষ্ম।— দয়াময় !
অপরাধী বিনা,
অন্যের কি হেতু লবে প্রাণ ?

রাম।— জ্বাল কুণ্ড ত্যজিব এ প্রাণ !

লক্ষ্ম।— প্রভু ! আগে সীতা করি অন্বেষণ।

রাম।— অবোধ লক্ষ্মণ !
কুটীরে রয়েছে সীতা,
সন্ধ্যাকালে বাহিরে না যায়।

লক্ষ্ম।— নফর কি কবে আর দেব !
ধৈর্য্য ধর রঘুনাথ।

রাম।— তবে কোথা সীতা ?
আহা রাজার দুহিতা,
আমা হেতু বনবাসী !
শুনি মহী সীতার জননী ;
দুহিতারে হেরিয়ে কুটীরে,
নিজ বাসে সেই বা লইল !
ভাই রে লক্ষ্মণ,
আমারে ছাড়িয়া জানকী না রহে তিল্ ;
কোথা সীতা, কোথা পাব সীতা !

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(জটায়ু।)

জটা।— রহ প্রাণ রাম দরশন হেতু,
ভবার্ণবে সেতু রামের চরণ দুটী :
বুঝি প্রাণ এই বার যায়,
চক্ষে নাহি দেখি আর ;
ধ্যানে ভাবি রঘুনাথে।

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম।— ভাই!
এইখানে জানকী আমার
আছে বৃক্ষ অন্তরালে,
লুকাইল বৃক্ষের মাঝারে ;
করি তরু খান্ খান্ :—

লক্ষ্ম।— কি কর কি কর প্রভু!

রাম।— কোথা সীতা বলে দিক্ মোরে :—
কহ তরু, কহ তরুবর,
ভীষণ পর্ব্বত,
এ পর্ব্বতে উঠিয়াছে সীতা ?
আছে ভয়ঙ্কর বন্যপশু,
নিশ্চয় বধেছে সীতা মোর ;

ভস্ম করি পর্ব্বত সহিত।
হে লক্ষ্মণ!
ঐ যায়, ঐ যায় সীতা;
শুনি সীতার কিঙ্কিণী বাজে:—
পেয়েছি রে পেয়েছি রাক্ষসে;
খাইয়াছে সীতা মোর,
দেখ দেখ রুধির ঝরিছে,
শীঘ্র দেহ ধনু:—

লক্ষ্ম।— শান্ত হও রঘুবীর!
গৃধ্রজাতি, নহে ত রাক্ষস;
শরবিদ্ধ, রুধির উঠিছে মুখে।
হের ভগ্ন রথচক্র,
যুদ্ধচিহ্ন চারি দিকে;
পড়িয়াছে মুকুটের মণি,
ছিন্নবর্ম্ম, গুণহীন শরাসন,
গদা, শক্তি, পড়েছে চৌদিকে;
চূর্ণ ক্ষিতি রথসঞ্চালনে যেন,
ভাঙ্গিয়াছে তরু চারিদিকে।

রাম।— সুধাও সীতার বার্ত্তা ভাই।

লক্ষ্ম।— কে তুমি সুমেরু প্রায়,
পড়িয়াছ শরশয্যা পাতি?
মৃত্যুকালে কর উপকার,
দেহ সমাচার,
দেখেছ কি এই পথে রামের মহিষী?
নিরুপমা রমণী যাইতে
দেখেছ কি এই পথে?
দশরথাত্মজ লক্ষ্মণ আমার নাম।

জটা।— ডাক রামে,
আমি পিতৃসখা,
জটায়ু আমার নাম।

লক্ষ্ম।— হে মহামতি!
রামচন্দ্র সম্মুখে তোমার।

জটা।— নাহি বল
দেহ চরণকমল শিরে!
শুন কাণ পাতি,
ধীরে ধীরে কহি আমি।

রাম।— পিতৃসখা! পিতা তুমি মম;
এক দিন প্রাণ রক্ষা করেছ পিতার:
কি হেতু হে হেন দশা?

জটা।— হরেছে তোমার সীতা লঙ্কার রাবণ।
বদন বিস্তারি,
শূন্যপথে রোধিলাম তারে,
গিলিলাম রথ সহ,
উগারিনু নারীবধ ভয়ে;
বৃদ্ধ,
নাহি বল জটে ধরি তুলিতে রাবণে!
বুকে সে মারিল শর,
জ্ঞান হত ফিরিলাম পাকে,
পুনঃ আসি যথাসাধ্য করিনু সমর;
পড়িলাম রাবণের শরে।

রাম।— পিতা, পিতা!
তোমারে নাশিনু, নাশিলাম সখা তব!—
ভাই ভাই! দেখহ উপায়,
যদি বাঁচে পিতৃসখা।

জটা।— খুলেছে নয়ন,
শ্যাম তনু, বিশ্ব লোমকূপে ;
মুরহর গদাধর বনমালী !
না না,
ওরূপে না পূরে মোর প্রাণ :
আহা, জটাধারী ধনুধারী রাম !—

লক্ষ্ম।— দাদা !
প্রাণ ত্যজিয়াছে পাখী।

রাম।— হা মাতঃ কৈকেয়ি,
বনে
ঘন ঘন তোমারে গো পড়ে মনে !—
হের পক্ষী পিতার সমান,
অগ্নিকার্য্য করিব লক্ষ্মণ ;
লয়ে চল গৃধ্ররাজে গোদাবরী তটে।

লক্ষ্ম।— পাখী রামকার্য্যে দিল প্রাণ !

[জটায়ুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাবণ ও সীতা।)

রাব।— চারি দিকে বান্ধব আমার !
ব্যোমদেশে বহু বন্ধু হেরি !—

আসে পাখী বদন মেলিয়া,
বিষম ফাঁফরে পড়িয়াছি সীতা লয়ে!
এড়ি যদি উল্কা সম শর,
ভয়ে সীতা পরাণ ত্যজিবে;
অন্য মনে করিলে সমর,
সীতা লম্ফ দিবে ভূমিতলে:
নামিলাম ভূমিতলে,
তবু আইসে বদন মেলিয়া;
পথে নারী বিষম জঞ্জাল!
আজি গৃধ্রকুল হ'ল বাদী;
পারি অগ্নিবাণে পুড়াইতে পাখা,
অনল-ঝলক
না সহিবে সীতার নয়নে।
আহা,
দুটি আঁখি কে ধ্যানে গড়িল!

সীতা।—এস পাখি, গ্রাস হে আমারে,
কোমল অঙ্গের মাংস মোর;
আমি রামের বনিতা,
শূন্য ঘরে হরিল রাক্ষসে!

(সুপার্শের প্রবেশ।)

রাব।— গৃধ্ররাজ!
আজি হ'তে তুমি সখা মম,
কেন সখা হও আসি বাদী?

সুপা।— কে রমণী সাথে তোর?

রাব।—সখা, প্রেমের সঙ্গিনী মম।

সীতা।—ওগো আমি রামের মহিষী!

সুপা।— প্রেম কথা!—

অনাহার পিতা,

আমি যাই তথা।

সীতা।—কর রক্ষা বিহঙ্গের রাজা,

ধর্ম্ম রক্ষা কর অভাগীর!

রাব।— কে শুনিবে,

পাকশাটে গেল পাখী দ্বাদশ যোজন!

সীতা।—হা রাম! হা দেবর লক্ষ্মণ!

রাব।— অকারণে কেন কাঁদ?

চল, দেখাইব স্বর্ণ লঙ্কা মম,

পুনঃ আসি রেখে যাব বনে।

সীতা।—অধর্ম্মের নাহি ডর?

রাব।— কিছু নাহি ডরি,

অনঙ্গের শরে মরি আমি;

চন্দ্রাননি,

কণ্টক বাজিবে পায়!

সীতা।—হা রাম!—(মূর্চ্ছা)

রাব।— মূর্চ্ছাগত! কি করিব?

আতসে মিলায়,

তবু না করিনু রণ;

কঠিন এ বাহু,

ডরি পাছে ব্যথা লাগে কায়।

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

সাগর।

(সাগর, সাগরের স্ত্রী ও রত্নবালাগণ।)

রত্ন।—

(খাম্বাজ—জলদ্-একতালা।)

সাগরে আঁধারে রতন রাখি,
যতন ক'রে কত চেয়ে থাকি।
কারে কেশে পরি, কারে হৃদে ধরি,
জলে বিরলে রতনে বদন হেরি;
জলবালা, করি খেলা,
জ্বলে রত্নমালা, জলে চেয়ে দেখি।
করে ধরে ধরে, লহরে লহরে,
সই, নাচিব লো!
ঢেউ ভাঙ্গিব না, কেন ভাঙ্গিব লো?
ঢেউ বুকে নিব;
সখি মেলি, জলে খেলি,
আসে কমলা, দেখি লো ভরি আঁখি।

সাগ স্ত্রী—কহ নাথ, কোথায় কমলা?
কমলারে হেরিব গো সাধ;

কত কথা কহিত আমার সনে,
সই ব'লে আদরে ডাকিত!

সাগ।— শুন প্রিয়ে!
মম নিনাদ সমান
গর্জ্জি আইসে রথ খান;
নীল ব্যোম চূর্ণি যেন ধায়।

রত্ন।— (পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ।)

নীল গগনে তারা জ্বলে;
তারা চেয়ে থাকে,
বুঝি রত্ন দেখে, বুঝি রত্ন দেখে;
আয় লো চেয়ে থাকি,
আয় লো শূন্যে দেখি,
রাঙ্গা চরণ-কমলে প্রাণ রাখি।

(রথারোহণে রাবণ ও সীতার প্রবেশ।)

রাব।— অচেতন,
এখন না বহে শ্বাস;
ঝাঁপ দিব এ পদ্ম শুখা'লে!

সাগ।— হের লক্ষ্মী গগনমণ্ডলে,
দুলে রাঙ্গা পা দুখানি!

রত্ন।— (পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ।)

পদে প্রাণ রাখি,
আয় লো চেয়ে থাকি;
ওলো, রত্ন ঝরে, রাঙ্গা চরণ দুটি,

রাঙ্গা চরণ দুটি ;
কমলা কার, রত্নবালার,
আয় লো সখী মিলে,
মা ব'লে করুণাময়ী ডাকি।

সীতা।—বুঝি এই সাগর গর্জ্জন :—
অম্বুরাশি-পতি, অনাথিনী সীতা ;
সাগরবংশের বধূ, হরিল রাক্ষসে,
রক্ষা কর কুলবধূ ;
রাক্ষসের হাতে মুক্ত কর দয়াময় !
ঝাঁপ দিতে নারি আমি।

রাব।— কঠোর এ করে ব্যথা পাবে সুলোচনে !
বিফল এ পরিশ্রম ;
এনেছি কি বন-কমলিনী
ডালি দিতে সলিল সাগরে ?
আরোপিব হৃদি-সরোবরে।

সীতা।—হে সাগর !
গভীর নিনাদে বার্ত্তা দেহ রঘুবরে।
কোথা রাম কমললোচন !
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ !

সাগ-স্ত্রী—কাঁদেন কমলা, নাহি শুন অম্বুপতি !
আন তাঁরে ঘরে, বধিয়ে লঙ্কার পাপী।

সাগ।— একে ব্রহ্মার নিষেধ,
তাতে অতি দুর্ম্মদ রাক্ষস ;
মহাপাশ বিমুখ সমরে যার !
হের,
অলক্ষিতে নিরবে হেরিছে দেবগণে,

সীতার রোদনে মুছিছে নয়ন ঘন,
বিরোধ না করে কেহ :
হের, দীপে অগ্নি মহেশের ভালে,
দোলে শূল ঘন ঘন,
মহেশ অচল, না রোধেন রাবণেরে :
আছি কুজ্‌ঝটিকা আবরণে,
দেখিলে না জানি কি করিত নিশাচর !

সীতা ।—দেখ দেখ দেবতা সকলে,
রক্ষা কর পাপিষ্ঠের হাতে !

রাব ।— নাহি আর দণ্ডক অরণ্য মাঝে,
গৃধ্র আসি হবে বাদী বিধুমুখি,
পড়িব বিপদে তোমারে লইয়া সাথে !
লঙ্কার নিকট,
শঙ্খনাদে কোটি রক্ষঃ গর্জ্জিবে সমরে ;
ইন্দ্র জানে জনে জনে,—
একি, পুনঃ মূর্চ্ছা প্রায় !

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান ।

রত্ন ।— (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ ।)

দূরে তিমিরে পা দুটি, ডুবিল রে,
মেঘে ঘিরে যেন ডোবে তারা !
রত্নহারা যত রত্নবালা ;
কেন রবে তারা, কেন রবে তারা,
রাঙ্গা চরণ লুকি, বিফলে বায়ু মাখি,
আয় লো জলে মিলি, আয় লো জলে ঢাকি ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস শিখর।

(মহাদেব, দুর্গা ও নন্দী।)

মহা।— ধন্য তুমি কঠিনা পার্ব্বতি!
কাঁদে সতী তোমারে স্মরিয়ে,
সখি লয়ে কর খেলা।
হের,
নড়ে শূল ঘন ঘন সীতার রোদনে,
কি করিব নহে বধ্য মোর!

দুর্গা।— কহ তুমি কঠিনা আমারে?
আপনি সদয় অতি!
গুরু তুমি বল রামে,
রামচন্দ্র লোটায় ধরণীতলে
সীতা বলে,
ভাং পানে দেখিছ বসিয়ে!
উগ্রচণ্ডা রূপে
লঙ্কাধামে আপনি রয়েছি,
পাঠায়েছি সঙ্গিনী যোগিনীগণে,
অলক্ষিতে রবে তারা দিবা নিশি:
রবে সতী দিবা রাতি,
পতির বদন ধ্যানে;

সংগোপনে পরমান্ন আপনি খাওয়াব।
সুধি ভূতনাথ, রামের কি কর তুমি?

মহা।— কি করিব!
রামেরে শিখাব,
কেন কাঁদিলাম সতী দেহ লয়ে তোর।
হাসিমুখে রাম আসি দিল উপদেশ,
'হেন কর্ম্ম বিশ্বনাথ না শোভে তোমায়!'
সেতুবন্ধে ভেটিব রামেরে,
হাসি হাসি দিব উপদেশ,—
'সনাতন, কি হেতু রোদন?
রোদন না শোভে তব!'

দুর্গা।— জানি চির দিন,
কুটিল, কুটিল তুমি;
সে কথা রেখেছ তুলে!
ভোলানাথ কে বলে তোমারে?
আশুতোষ, সদাশিব তুমি!

মহা।— চাহ কি কোন্দল আজি,
তাই নামে কর দোষারোপ?
দুর্গতিনাশিনী নাম তব,
দুর্গতি কর না দূর!

দুর্গা।— তুমি তো ভাঙড়,
নারীর অন্তর কি বুঝিবে পশুপতি?
কহিব কি কথা, যে ব্যথা অন্তরে মোর!
প্রকৃতির রীতি
কি বুঝিবে পুরুষ হইয়ে?
আমার সীতায় সঁপিয়াছি যায়,
দেখিব কেমন সীতারে সে ভাল বাসে!

নহি ত পাষাণী আমার জননী সম ;
বাসে কি না বাসে ভাল,
রাখিব সন্ন্যাসী পতির পাশে,
উপবাসে যাবে দিন।

মহা।— আয় নন্দি, আন ভিক্ষা ঝুলি ;
বাড়াবাড়ি করিবে কোন্দল !

দুর্গা।— কেন,
তোমার কৈলাস,
তুমি কেন যাবে ?
আমি যাই পিত্রালয়ে :
দোষ দেহ দুর্গতিনাশিনী নামে !
তিল আর না রব এ স্থানে।

মহা।— আশুতোষ, ভোলানাথ নাম,
আপনি দূষিলে কত।

দুর্গা।— শোন্ নন্দি বুড়ার বচন !
ওঁর নিন্দা শুনি ত্যজিলাম দেহ আমি,
বলে,
আজি আমি নিন্দিলাম নাম।
রামে আপনি কাঁদাতে চাহে,
কহে,
নহি আমি দুর্গতি নাশিনী ;
দেখিব কেমন রহে রামের দুর্গতি !
লঙ্কার বসতি ঘুচাইব রাবণের।
ধরেছে সতীর কেশে,
সতী, আমি, জানে না পামর !
হর হর হর সদা মুখে রাবণের :
তব মন কুচনী পাড়ায়,

ভক্ত তব সেইরূপ অনাচার।
যাই আমি দেখা দিই রামে;—

নন্দী।— মাগো, বাপের বাড়ী যাবি?

মহা।— না না, নন্দি,
রাগিলে হইবে কালী;
রামলীলা দেখিতে চলিল।

দুর্গা।— দেখ, তব হাড়মাল,
ভিক্ষা ঝুলি, রাখিয়াছি নন্দীর নিকটে;
সিদ্ধিঘোঁটা নন্দী ভৃঙ্গী রহিল তোমার।

মহা।— দেখ নন্দি! চুপি চুপি কি করে তা বল।

[নন্দীর প্রস্থান।

—ভাল কথা তুলিলাম আজি!

নেপথ্যে—বাবা! চুপি চুপি শোন;—
মা আল্‌তা পর্‌ছে পায়,
কত গয়না পর্‌ছে গায়;
বাবা! কার্ত্তিকটাও চলে,—
বাবা! গণেশ নিলে কোলে,
চলে লক্ষ্মী সরস্বতী;
বাবা,
মস্ত ধেড়ে সিংহী চড়ে চল্লো ভগবতী।

মহা।— আন্ নন্দী আন্‌তো বলদ,
একা বুঝি খাবে পূজা!
আমি যাব পাছে পাছে।

[মহাদেবের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনূমান, জাম্বুবান,
নল ও নীল।)

রাম।— তরু গুল্ম পর্ব্বত পাষাণ,
যে জান সে বল মোরে;
কাতর অন্তরে সবারে সুধাই আমি,
কোথা গেল জানকী আমার ?
ভাই, কর রে সন্ধান,
আছি যুড়ি বাণ;
দেখ যদি এ বনে রাবণ বসে।

লক্ষ্ম।— দাদা, শুনিলে ত পিতৃসখা মুখে,
গেছে রক্ষঃ সাগরের পার।
শুনিয়াছ কবন্ধের মুখে,
যবে চিতানলে জ্বলিল রাক্ষস দেহ,
সূক্ষ্মদেহী উঠিল পুরুষ :
ঋষ্যমুখে যাইতে কহিল,
বাক্য মিথ্যা নহে তার ;
ঋষ্যমুখে হইবে উপায়।
চূড়া'পরে বসে পঞ্চজন ;
এই বা সে ঋষ্যমুখ বিকট শিখর।

সুগ্রী ।—সেই দিন নারী সহ ধনুধারী ;
পুনঃ আজি দুই ধনুধারী,
উঠিছে শিখর'পরে ।

হনূ ।— পলাইব কোথা আর,
যেখানে যাইব বালী যাবে সেই স্থানে !
মরি যদি, মরি এই ধনুধারী হাতে ।

জাম্ব ।— কিম্বা যদি হয় সেই রাম,
অকারণ কেন দেহ ধরি,
বার্ত্তা দিয়ে করি উপকার ;
ম্রিয়মাণ দুই ভাই যেন ।

হনূ ।— সম্ভবতঃ, এই সেই রাম ;
কিন্তু সিংহ বলি বলেছিল নারী,
এ অতি সুন্দর নর,
বলবান্ সিংহ সম—
সিংহ ছার, বীর অবতার ;
বীর দেহ ধরে দুই নর :
শান্ত মূর্ত্তি,
বিনা দোষে কিছু না বলিবে ।

লক্ষ্ম ।— দাদা এ দিকে নাহিক পথ,
অন্য দিকে করি অন্বেষণ ।

হনূ ।— কে তোমরা তপস্বীর বেশে ?
দুরন্ত শিখরে কেন কর আরোহণ ?
অস্ত্রধারী হেরি হয় ভয় ।

লক্ষ্ম ।— বহু আশে আসিয়াছি এ পর্ব্বতে,
বন্ধু মোরা নহে অরি,
সখ্যতা প্রয়াস করি ;
লহ অস্ত্র যদি শঙ্কা হয় চিতে ।

হনু।— কহ কিবা তব প্রয়োজন?

লক্ষ্ম।— দেখেছ কি এই পথে রামের রূপসী?
শুনিলাম হরিল রাবণ,
গেল সে দক্ষিণে চলি।

হনু।— নাহি জানি রামের মহিষী কেবা;
কিন্তু নহে বহু দিন,
বিদ্যুৎ বরণী নারী, রাম নাম মুখে,
দেখিলাম শূন্যপথে;
আর জন মেঘের বরণ,
রথ আরোহণে ধাইছে দক্ষিণে:
কাঁদিয়া রমণী
অলঙ্কার ফেলিল পর্ব্বতে,
যতনে রেখেছি তুলে।
(জাম্বুবানের প্রতি) দেহ সেই অলঙ্কার;—
আইস নাহি ভয়, সদাশয় দুই নর।

সুগ্রী।—আইস, যা হবার হবে তাই;
জীবন্মৃত কত দিন রব আর।
দেখ,
অস্ত্র রাখি বসিল দুজনে।

হনু।— এই সেই অলঙ্কার,—

রাম।— দেখ দেখ প্রাণের লক্ষ্মণ,
হয় কিবা নয় সীতার এ আভরণ!
জ্ঞান হারা স্থির নহে মতি মন।

লক্ষ্ম।— প্রভু, নাহি চিনি নূপুর ব্যতীত;
দেখিয়াছি মাতার চরণ,
বরানন দেখিনি কখন।

রাম।— দেহ দেহ নূপুর আমারে,

দগ্ধ হৃদে করিব স্থাপন!
শুন শুন বনবাসী,
বহু আশে আসিয়াছি হেথা।
রাজার নন্দন,
পিতৃসত্য পালনে তপস্বীবেশ!
ছিনু পঞ্চবটী বনে,
ছিল সঙ্গে জানকী আমার,
ছল পাতি হরিল রাবণ;
দুই ভাই উদ্দেশে কাঁদিয়া ভ্রমি।

সুগ্রী।—ওহে, কি আশে এসেছ মম পাশে?
আমিও হে রাজার কুমার,
ভ্রাতৃ-বলে ভার্য্যা, রাজ্য হীন,
বসি এ বিকট দেশে;
কি উপায় করিব তোমার?

রাম।— সম দুঃখে দুঃখী মোরা,
মিত্র বলি করি তোমা সম্ভাষণ;
কহ, কেন রাজ্যভ্রষ্ট তুমি?

সুগ্রী।—সদাশয়,
মিত্র বলি ডাকিলে এ অভাগায়!
অদ্ভুৎ কাহিনী,—
দুই ভাই রাজার তনয়,
জ্যেষ্ঠ বালী, সুগ্রীব আমার নাম;
কিষ্কিন্ধ্যায় রাজ্য মম,
মিলি রাজ্য করি দুই জনে।
এক দিন দুন্দুভিনিস্বনে
দিগ্বিজয়ে দানব আইল,
অগ্রজ রুষিল,

বালীর বিক্রম সহে কেবা!
ভঙ্গ দিল দানব পাতালে,
ক্রোধে বালী পাছু নিল তার,
রাখি মোরে সুড়ঙ্গের দ্বারে;
ঘোর সিংহনাদ উঠিল সুড়ঙ্গ ভেদি!
শুনিলাম দানবের হুহুঙ্কার,
বালীর গর্জ্জন না আইল কর্ণে মম,
দানবের ঘোর নাদ শুনিলাম পুনঃ;
অকস্মাৎ
সুড়ঙ্গের দ্বারে রুধির উঠিল,
বালী না আইল,
ভাবিলাম দানবে বধিল তারে!
পাথরে ঢাকিয়া পথ,
রাজ্যে আইনু ফিরে।
রাজ্য করি কয় দিন;
অকস্মাৎ অরুণ নয়নদ্বয়,
মারিতে আইল বালী মোরে;
নিস্তেজ সমরে তার:
পলাইয়া আইনু ঋষ্যমুখে;
মুনি শাঁপে হেথা না আইসে।

রাম।— এস মিত্র,
দোঁহে করি দোঁহাকার উপকার;
সূর্য্যবংশে জন্ম মম,
সূর্য্য সাক্ষ্য করি কহি,
বালী ভয় ঘুচাব তোমার:
মিতা! কর অঙ্গীকার,
উদ্ধার করিবে সীতা?

সুগ্রী।—হীন আমি,
　　মিতা ব'লে সম্ভাষ আমারে,
　　মহাশয় তুমি!
　　কিন্তু কেমনে ঘুচাবে মোর ডর?
　　ডর না ঘুচিলে,
　　কেমনে বা উদ্ধারিব নারী তব?
রাম।— সংগ্রামে বধিব তবাগ্রজে,
　　ভয় দূর হবে তব।
সুগ্রী।—দেখ নাই বালীর বিক্রম,
　　তাই চাহ সংগ্রামে নাশিতে তারে!
　　বজ্রকায়, বজ্রের গঠন,
　　হুহুঙ্কারে বজ্র ফাটে;
　　সাক্ষাৎ শমন,
　　কে যায় নিকটে তার!
　　নাহি অস্ত্র তূণীরে তোমার
　　ভেদিতে বালীর কায়,
　　অস্ত্রগণে কাঁটা সম গণে বলী।
লক্ষ্ম।— ভাল,
　　কিসে তব হইবে প্রত্যয়?
　　রামকার্য্য কহিব পশ্চাতে,
　　হরধনু ভাঙ্গিল শ্রীরাম;
　　প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিবা চাহ?
সুগ্রী।—হের অস্থি দূরে পর্ব্বত আকার;
　　বধিল অসুরে শূর,
　　এক টানে ফেলিল হেথায়;
　　তপ করে মুনিগণে,
　　রুধির লাগিল কায়,

শাঁপ দিল মরিবে এ পর্ব্বতে আসিলে ;
তাই ত্রাণ আমা সবাকার :
জীর্ণ অস্থি ফেল দেখি দূরে !

রাম।— ভাল,
চালি অস্থি তব প্রীতি হেতু।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ্ম।— প্রত্যয় মানিবে,—
দেখ পদাঘাতে গেল অস্থি দূরে।

সুগ্রী।—বুঝিলাম বলিষ্ঠ অগ্রজ তব ;
কিন্তু অসম্ভব বালীর সমর,
নখে গিরি চীরে বীর !

লক্ষ্ম।— খসে পড়ে সুমেরু রামের বাণে।

(রামের প্রবেশ।)

রাম।— মিতা চল রণে,
বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

সুগ্রী।—মিতা বলে ডেকেছ আমারে,
অকারণে কেন হব মিত্রঘাতী !
দুই জনে মিলাতে নারিবে তুমি,
ক্রোধ শান্ত না হইবে তার ;
সমর না সাজে তার সনে।

রাম।— মিত্র, চাহ যদি,
দেখাই বাণের তেজ মম।

সুগ্রী।—সপ্ত তাল দেখ বিদ্যমান,
পার উহা ভেদিবারে ?

রাম।— ভেদিব কদলী সম।

নল।— একি কথা কহে অসম্ভব!

হনু।— অসম্ভব কিবা?

সুগ্রী।—ভাল,
দেখি তব বাণের প্রতাপ।

[রামের প্রাস্থান

লক্ষ্ম।— ক্ষুদ্র কথা সপ্ত তাল ভেদ!

সুগ্রী।—অকস্মাৎ ভীমরব কিবা!
শাঁপ অবহেলি আইল কি বালী হেথা?

লক্ষ্ম।— নাহি ভয়, শ্রীরামের ধনুক টঙ্কার।

সুগ্রী।—তেজোময় চারিদিক্,
ধাঁধিল নয়ন,
কিছু নাহি দেখি আর;
ওহো,
গর্জ্জে অস্ত্র বাসুকির দাপে!

লক্ষ্ম।— হের,
পুনঃ বাণ শ্রীরামের করে!
সপ্ত তাল ভেদি,
ছেদি গিরি, ছেদিয়া মেদিনী,
করি স্নান ভোগবতী নীরে,
তূণীরে আসিল পুনঃ।

(রামের প্রবেশ।)

রাম।— মিতা,
সন্দেহ কি ঘুচেছে তোমার?

হনূ।— নরসিংহ নারায়ণ তুমি,
দেখিলাম বিদ্যমান।
জয় রাম!—
রাজা ঘুচিল বালীর ভয়।

সুগ্রী।—প্রভু,
মিতা যোগ্য নহি কভু,
দাস তব, অনাথবান্ধব।

জাম্বু।—পদে রেখ মিনতি চরণে।

রাম।— মিতা! মিতা তুমি;
দেহ কোল মোরে।

হনূ।— জয় রাম!

সুগ্রী।—মিতা,
সত্য করি তোমারে স্পর্শিরে,
উদ্ধারিব তব নারী।

রাম।— মিতা,
পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়।

সকলে—কি ভয়, কি ভয়!
চল যাই কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।

[হনূমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হনূ।— নহে কভু সামান্য এ নর!
নব দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম;
সঙ্গে শূর অটল সংগ্রামে,
আজ্ঞাকারী বাণ,
অনুমান পরাজয় যাহে।
ফণী শিরে মণি যথা জ্বলে,

অস্ত্রগুলা জলে তৃণে :—
রাজা হবে সুগ্রীব সুধীর ।

[হনুমানের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কানন ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ।)

রাম ।— চোরা রণ করিব কেমনে ?
সম্মুখসংগ্রামে বিমুখিব তবাগ্রজে ;
বাণ মম প্রত্যক্ষ দেখেছ !

সুগ্রী ।—অপ্রমিত পরাক্রম তার,
বীর অবতার !
নাহি কার্য্য সম্মুখ সমরে ।

রাম ।— মিত্রবর ! নাহি কর ডর,
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
এক বাণে বধিব বালীরে ।

সুগ্রী ।—সাধ যদি সম্মুখ সমরে,
একা রণে যাও মিতা ;
আমি নাহি করিব বিবাদ !
ফিরে যাই ঋষ্যমুখে ।

রাম।— কেমনে করিব সখা কপট আচার!

সুগ্রী।—দেখিয়াছি বাণ তব,
কিন্তু সম্মুখ সমরে
শুনিয়াছি বালীর গর্জ্জন,
না হয় নির্ণয়, যুঝে বীর কোথা হতে;
লক্ষিতে নারিবে, কেমনে হানিবে তীর?
মহাশয়! যদ্যপি সদয়,
হান অস্ত্র অন্তরালে থাকি,
নহে মিত্র রাজ্য নাহি চাহি,
বালী বধে নাহি প্রয়োজন।

রাম।— অন্যায় সমর!—
কিবা ডর,
অন্যায় হরিল মোর সীতা।
করিব করিব আমি জানকী উদ্ধার;
পথের কণ্টক ঘুচাইব,
বালীরে নাশিব চোরা বাণে।
যাও মিত্র কর ঘণ্টা রব,
যুদ্ধে কর আবাহন;
ত্যজ ভয়, নিশ্চয় বধিব বালী।

সুগ্রী।—নাহি জানি কি আছে কপালে!

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

রাম।— হা জানকি, কোথা তুমি!
ন্যায়ান্যায় নাহি মম,
তোমা হেতু করি চোরা রণ!—
তুল্য দুই ভাই রণে,
রূপে গুণে সমান দুজন;

না পারি চিনিতে
কে সুগ্রীব কেবা বালী;
দূরে নারি করিতে নির্ণয়।

লক্ষ্ম।— হের রঘুবীর, ভঙ্গ দিল এক জন।

রাম।— অনুমানি ভঙ্গিয়ান সুগ্রীব সমরে,
পলাইল বেগে।

লক্ষ্ম।— কোথা গেল নাহি দেখি আর।

রাম।— গেছে পুনঃ পর্ব্বতশিখরে,
চল ভাই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঋষ্যমুখ।

(সুগ্রীব, হনূমান, জাম্বুবান, নল ও নীল।)

সুগ্রী।—ভাল শাস্তি পাইলাম তপস্বীর বোলে!
পূর্ব্ব পুণ্যফলে, আছে মাত্র দেহে প্রাণ।
উন্মাদ জায়ার শোকে,
প্রলাপ কহিল কত;
বুদ্ধি হত বালীর গর্জ্জনে,
পলাইল কোন্ দেশে!

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম। —মিতা, মিতা!
পুনঃ তুমি চল রণে।

সুগ্রী।—নাহি কায বিক্রম প্রকাশি আর!
যদি চাহ প্রাণ, রহ ঋষ্যমুখে;
গিয়েছিলে রণে, শুনে যদি লোকমুখে,
পশিলে সাগরগর্ভে,
নিস্তার নাহিক তব।

রাম।— লজ্জা নাহি দেহ মিত্র আর;
আকার তোমার বালীর সমান,
দূরে লক্ষিতে নারিনু
কে তুমি, কে অগ্রজ তোমার:
মিত্রবধ ভয়ে না ছাড়িনু বাণ বীর।

সুগ্রী।—থাকে যদি মিত্র বধ ভয়,
নাহি কহ সমরে যাইতে পুনঃ;
সপ্ততাল সম অচল নহেক বালী,
কেমনে বিন্ধিবে তারে?
প্রাণ যায় বালীর প্রহারে,
তবু প্রতীক্ষায় করি রণ;
রক্ত উঠে মুখে, চাহি চারি দিকে;
হরি হরি কোথা বাণ,
প্রাণ লয়ে টানা টানি!

হনূ।— সম রূপ তোমরা দুজনে,
নহে বয়েসে প্রভেদ বহু;
কিরূপে হানিবে রাম বাণ?

সুগ্রী।—রাখ পাত্র তব উপদেশ,

সবিশেষ বুঝিয়া না কহ;
পুনঃ গেলে রণে,
কি প্রকারে হইবে নির্ণয়?

রাম।— ত্যজ শঙ্কা হে সখা ধীমান্,
চিহ্ন হেতু দেহ গলে বনফুল মালা।
করি অঙ্গীকার, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
দৃষ্টিমাত্র বধিব বালীরে।

জাম্বু।— রাজা, ন্যায় অনুগত কথা;
দুই জনে একত্রে দেখিলে,
চিনিতে কি পারে কেহ?

সুগ্রী।— ভাল, যুদ্ধ যদি তোমার মনন,
পুনঃ আমি করিব সমর;
কিন্তু অধীর প্রহারে কায়,
আজি নিশি লভিব বিরাম,
কালি যুদ্ধে করিব প্রবেশ:—
চল সবে গুহার মাঝারে।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বালী ও তারা।)

বালী।—মিত্রতা সুগ্রীব সনে!
হেন বাণী নাহি কহ তারা।
ঋষ্যমুখে যাইতে না পারি,
তাই জীয়ে দুরাচার;
রাজ্য নিল কনিষ্ঠ হইয়ে!
নাহি জানি কি সাহসে দিল হানা।
স্বপ্ন কভু সত্য নহে রাণি,—
কি কহিলে, বিরাট পুরুষ!
নাহি মোর বিবাদ কাহার সনে।

তারা।—অনাথের নাথ নারায়ণ,
অনাথ কনিষ্ঠ তব;
ঘুচাও বিবাদ নাথ, মিল তার সনে।

বালী।—অধর্ম্ম আচারী দুরাচার!
জীয়ন্তে মিলন তার সনে,
চন্দ্রাননে কভু না হইবে।
প্রায় অবসান বিভাবরী,
যাই প্রিয়ে প্রাতঃকৃত্য হেতু।

(নেপথ্যে ঘণ্টারব।)

একি,
অকস্মাৎ পুনঃ আজি ঘণ্টার আরাব!
কে আইল শমনের বাসে,
কার ফুরাইল দিন?

তারা।—প্রাণনাথ,
পায়ে ধরি যেও না সমরে!

বালী।—রব কি লুকায়ে রাণী সুড়ঙ্গ কাটিয়ে;
কিবা, বিনা যুদ্ধে যাব রাজ্য ত্যজি?

তারা।—অবলার ক্ষম অপরাধ;
দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
তাই প্রভু হতেছি অধীর!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত।— অবধান!
সুগ্রীব আইল পুনঃ।

বালী।—আজি ঘুচাইব শনি!—

তারা।—রাখ নাথ মিনতি আমার!
ক্ষণ দেখ বিচারিয়ে মনে,
কালি যুদ্ধে পাইল পরাজয়,
কি সাহসে
হইল উদয় আজি না পোহাতে যামি?
পূর্ব্বে যবে করিল সমর,
প্রহারে জর জর,
বৎসরেক অসক্ত রহিল;
কার বলে, বুঝিতে না পারি,
কালি পলাইল, নেউটি আইল পুনঃ?

বালী।—আসিয়াছে শমন স্মরণে!
তিষ্ঠ ক্ষণে এখনি ফিরিব :—
রসরঙ্গে অলসে আছিনু,
তাই বুঝি প্রহারে হইল ত্রুটি;
আজি বাদ ঘুচিবে সুগ্রীব সনে।

তারা।—নাথ, দেখ, স্বপ্ন সত্য মম!

বালী।—নাহি সেই বিরাটপুরুষ সাথে
সুগ্রীবের মিতা,
তবে কিবা ভয় রাণি?
যাই আর বিলম্বিতে নারি :—

(নেপথ্যে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি।)

পুনঃ পুনঃ ঘণ্টার আরাব!

তারা।—নাথ, নাহি জানি কেন কাঁদে প্রাণ!

বালী।—যুদ্ধে যাব অন্যথা না হবে;
ধরি দেহ, এক দিন আছে ক্ষয়;
মৃত্যু ভয় বীরের না সাজে!
সুগ্রীব বা বিরাটপুরুষ তব,—
সমরে না হ'ব পরাঙ্মুখ!
বীরকার্য্যে বাধা নাহি দেহ,
উৎসাহে দেবতা কর পূজা।

তারা।—প্রভু,
অগোচর কি আছে তোমার?
শুনিয়াছি পিতৃসত্য করিতে পালন,
রামচন্দ্র আইল বনে;
দীননাথ নাম তাঁর,
দীন সুগ্রীবেরে সেই বা করিল কৃপা!

বালী।—পরম ধার্ম্মিক রাম,
পিতৃআজ্ঞা অনুসারে আইল কাননে,
অধর্ম্ম আচারী সে নাহি বধিবে মোরে;
কিম্বা যদি সে হয় সহায়,
কিবা ভয়,
হীনবল ভুজ নাহি বহি!
যুদ্ধে মৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত।

[বালীর প্রস্থান।

তারা।—ভগবন্!
কি আছে তোমার মনে,
কি আছে এ অভাগীর ভালে!

[তারার প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কানন--যুদ্ধক্ষেত্র।

(বালী ও সুগ্রীব।)

বালী।—লজ্জাহীন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
কি সাহসে আইস বার বার!
আজি নাহিক নিস্তার,
শমনভবনে নিশ্চয় প্রেরিব তোরে।

সুগ্রী।—বীরপণা এখনি বুঝিব!

বালী।—ভীরু, তোর সনে আজি শেষ রণ;—

ও, যায় প্রাণ!

—কে চণ্ডাল করিল প্রহার?

সুগ্রী।—এস এস ওহে মিত্রবর,

পড়েছে দুর্ম্মদ বালী!

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্ম।— দাদা, প্রহারে বিকল মহাশূর!

বালী।—রে চণ্ডাল! এই কিরে বীর আচরণ?

হায়, সতীবাক্য করিলাম হেলা,

মনে পড়ে মৃত্যুকালে!

জটাধারী! অধর্ম্ম আচারী,

অকারণে হিংস প্রাণী!—

ভাল তব তপস্বী আচার!

দম্ভ তব

তীক্ষ্ণ শর তূণে; বুঝিতাম ক্ষণে,

সম্মুখে হইলে রোধী।

কোন্ লাজে সমাজে দেখাবি মুখ,

আরে আরে কিরাত অধম?

লক্ষ্ম।— শূরশ্রেষ্ঠ! কাহারে কিরাত বল?

মহাবল!

ফলিয়াছে বিধাতার লিপি,

রামনিন্দা নাহি কর।

রাবণ হরিল সীতা,

জায়াশোকে উন্মত্ত শ্রীরামে হের।

বালী — রামচন্দ্র, এস প্রভু সম্মুখে আমার!

দীননাথ, দীন তব শরে দেব!
সুধি, অপরাধী কিসে শ্রীচরণে?
সত্যের পালনে ভ্রম বনে বনে শুনি,
সত্য অবতার রাম! ক'র না ছলনা,
বিনা দোষে কি হেতু বধিলে?
দয়াময় নামে কলঙ্ক ধরিলে কেন?—
বিপদভঞ্জন
শুনেছি হে যুগল চরণ তব;
শ্রীচরণ সম্মুখে আমার,
এ বিপদ কেন মোর আজি!

রাম।— বীরবর!
শোকে মম আকুল হৃদয়;
হিতাহিত না বিচারি মনে,
করিলাম অঙ্গীকার;
মিত্রসত্যে ছাড়িয়াছি শর।

বালী।—বুঝিলাম,
সুগ্রীব সহায়ে উদ্ধারিবে নারী তব;
কিন্তু বহু শ্রমে, বহু দিনে জে'ন স্থির:
অনায়াসে আনিতাম সীতা,
আমারে কহিলে প্রভু!

রাম।— বীর, ক্ষম অপরাধ;
মম শরে যাও স্বর্গপুরে:
অযশ রহিল মোর,
বীরগর্ব্ব
গাইবে সংসার তব চির দিন;
সবে কবে,
'চোরা বাণে বালীরে বধেছে রাম।'

শুন সত্য তত্ত্ব,
কপীশ্বর! কাল পূর্ণ তব,
পরম শিক্ষার দিন;
দেখ দিব্যজ্ঞানে,
আমি মাত্র নিমিত্ত এস্থলে;
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
সুগ্রীব অধিক দীন কেবা ছিল আজি?
দীন সহোদর তব,
রাজ্যে অর্দ্ধ অধিকার;
বাহুবল অধিক তোমার,
ভয়ে ঋষ্যমুখে আছে ঋষি সনে,
না গণিলে মনে কভু;
দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস।
মম বনবাস,
জানকী হরণ বনে,
দীননাথ দীনে বন্ধু দিল।
এবে দীন তুমি,
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ।
অতুল গৌরবে বীরগর্ব্বে ত্যজ ধরা;
পড়েছ কপট শরে,
চরাচরে এ কথা কহিবে;
ম'রে হেন কীর্ত্তি কহ কার?
বীর্য্যবান্ কীর্ত্তিবান্ তুমি,
মুক্তকণ্ঠে কহি আমি।

বালী।—নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন,
দীননাথ! দীনে দেহ পদছায়া।
আছি বদ্ধ মায়ায় সংসারে,

মায়া নাহি টুটে দেব,
দীন অঙ্গদেরে দে'খ তুমি ।
ভাই রে সুগ্রীব !
ভুল মৃত্যুকালে পূর্ব্ব মনস্তাপ,
কোল দে রে দাদা বলে !
বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে,
কোলে লইতাম তোরে ;
বিধি বিড়ম্বনে বাধিল এ বিসম্বাদ,
দোষ কারু নহে ভাই !

সুগ্রী ।—হায়,
রাজ্যহেতু জ্যেষ্ঠেরে নাশিনু !

(তারার প্রবেশ ।)

তারা ।—কোথা নাথ, কোথা প্রাণেশ্বর মম !
কে করেছে বজ্রাঘাত ?
প্রাণনাথ, নহ কা'রো কাছে অপরাধী ;
হায় হায় পাষাণ হৃদয় !
কে কাঁদালে অবলারে ?

বালী ।—তারা, যায় প্রাণ !

(অঙ্গদের প্রবেশ ।)

অঙ্গ ।— হায় পিতা, একি হ'ল অকস্মাৎ !

বালী ।—প্রিয়ে !
মরি নিজ ভাগ্যদোষে,
শ্রীরামে না কহ কটু ;
রাম নারায়ণ ।
বৎস, কর অঙ্গীকার,

সুগ্রীবে সেবিবে পিতৃ সম ?
হে সুগ্রীব !
আজি হতে অঙ্গদ তোমার।
কোথা প্রভু দয়াময়,
এ সময় দেহ পদ শিরে !
প্রিয়ে ! মায়া অবসান,
এসেছে বিমান ;
নব দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম !—(মৃত্যু ।)

তারা ।—প্রাণনাথ, হৃদি-শশধর !
কোথা যাও ত্যজিয়ে তারায় ?
আমি চিরসঙ্গিনী তোমার :
হাহাকার তুলিলে কিষ্কিন্ধ্যা পুরে !
কভু একা রহিতে নার হে তুমি,
প্রাণেশ্বর, কোথা গেলে একা চলে ?
হায় হায়, প্রাণ নাহি যায় !
কি হবে গো কি হবে তারার ?
হে সুগ্রীব কর উপকার,
দেহ চিতানল জ্বালি,
স্বামি সম ত্যজি দেহ।
ওহে কপট মানব রাম !
কপট সমরে বধিলে স্বামীরে,
কেন কাঁদালে তারার প্রাণ ?
হের, ভূতলে ভূধরপতি,
স্বর্ণচূড়া স্বামী মম ;
অনাথিনী করিলে আমারে !
রঘুমণি ! শুনি বিরহ-কাতর তুমি ;
জেনে শুনে

বিরহবেদনা কেন দিলে অবলারে?
পতিপ্রাণা,
তোমা নাহি ডরি নারায়ণ!
কহি অন্তরদহনে,
এ আগুনে
চির দিন জ্বলিবে হে তব প্রাণ।
সীতা পাবে, পুনঃ হারাইবে,
কাঁদিবে হে চিরদিন।

বাম।— কাঁদি সতি, কাঁদি আমি চির দিন,
সতীবাক্য মিথ্যা কভু নয়;
কাঁদিতে জনম মম।
শুন গুণবতি!
স্বামি তব গেছে সুরলোকে,
পতিশোকে অধীরা না হও বালা;
আছে তব পালিতে অঙ্গদে,
যৌবরাজ্য অঙ্গদের আজি হতে;
তোমা বিনা কে চাবে পুত্রের মুখ?
হে কুমার!
হও চিরজয়ী মম আশীর্ব্বাদে;
ফলিয়াছে দৈব বিড়ম্বনা,
বন্ধু তব, অরি নাহি ভাব মোরে।
হে সুগ্রীব মিতা! যুবরাজ পুত্র তব,
ভ্রাতৃকার্য্য করহ রাজার;
সংকারের কর আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সুগ্রীবের সভা।

(সুগ্রীব ও নর্ত্তকীগণ।)

নর্ত্তকীগণ।—

(বিহঙ্গ—পটতাল।)

বন ফুল মধুপান,
বনে বনে করি গান,
মোরা, বন-বিহঙ্গিনী লো।
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে ফুলে চুমি,
মোরা, বন-বিলাসিনী লো।
বনফুল হারে বাঁধি লো কবরী,
বনফুল হার হৃদয়ে ধরি;
মোরা, বন ফুল-হার-অঙ্গিনী-লো।

(হনূমানের প্রবেশ।)

হনূ।— রাজা!
দুয়ারে লক্ষ্মণ, ঘূর্ণিত নয়ন,
শ্বাস ক্রুদ্ধ-ভুজঙ্গম সম;
কর্কশ বচনে কহিল আমারে,

কোথা সেই সুগ্রীব পাতকী?
সত্যঘাতী সুগ্রীব কোথায়?

সুগ্রী।—হনূমান,
কার্য্যের সময় এই নয়!

হনূ।— প্রভু! কুপিত লক্ষ্মণ দ্বারে।

সুগ্রী।—কহ বসিবারে;
হবে যবে বারের সময়,
সাক্ষাৎ পাইবে তবে।

হনূ।— উঠ রাজা, সর্ব্বনাশ হবে আজি;
যেই বাণে পড়িল বিক্রমশালী বালী,
সেই বাণ দেখিলাম লক্ষ্মণের তূণে:
যোড় করে করিয়ে মিনতি,
শান্ত কর বীরবরে।

সুগ্রী।—কে লক্ষ্মণ?—
ও, সীতা হরণের কথা!
কে যায় সাগর পারে!
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে অর্দ্ধ রাজ্য দেহ রামে;
শুনেছি সে দুর্জ্জয় রাবণ!

হনূ।— দুর্জ্জয় রাবণ আছে পারাবার পারে,
রাজা!
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ দ্বারে;
রাজ্য সহ এখনি মজিবে।

সুগ্রী।—কেন কেন!
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ রামে,
বহু কষ্টে কাটিয়াছে কাল,
কিছু দিন বিরাম লভিব:
ব্যস্ত কেন, পাছে সীতা করিব উদ্ধার।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্ম।— যমপুরে করগে বিশ্রাম :—

সুগ্রী।—রক্ষা কর প্রভু!

(তারার প্রবেশ।)

তারা।—প্রভু, হবে নারী বধ পাপ!

লক্ষ্ম।— কে রমণি? রহ এক ভিতে,
নহে বিন্ধি তোমা সনে।

তারা।—আমি শ্রীরামের সখী প্রভু!
সুগ্রীব অসত্যবাদী, সত্যবাদী রাম;
সুগ্রীবেরে ডেকেছেন সখা ব'লে,
ক'র না হে ভ্রাতৃমিত্র বধ:
অঙ্গদে অনাথ ক'র না কর না পুনঃ।
রামকার্য্য সাধিবে অঙ্গদ,
রামকার্য্য সুগ্রীব করিবে;
ভ্রাতৃসখী অনুরোধে,
লহ দেব আসন আমার।
সুগ্রীবে বধিলে মনোরথ না ফলিবে;
কে করিবে কটক সঞ্চয়?
কহি দুঃখিনী সীতাকে স্মরি!
সুগ্রীবের ব'ধ না জীবন।

লক্ষ্ম।— দেবি!
ব্রহ্মচারী, নাহি বসি পুরে;
কি কহিব,
তাপে ফাটে প্রাণ মম!
রাম বিষ্ণু অবতার,
চোরা বাণে বালীরে নাশিল,

এ পাপীর অনুরোধে,
ক্ষত্রিয় নিয়ম ঠেলি।
ছিল ঋষ্যমুখে,
রাজ্য সুখে সকলি ভুলেছে।
হেথা
ফুল শয্যা'পরে শায়িত সুগ্রীব রাজা,
মধুন্মত্ত পশু,
পশুরঙ্গে মদনে মাতিয়া;
হোথা
কমললোচন রাম কণ্টকশয়নে,
হা সীতা, হা সীতা রব মুখে!
নীলাম্বর আচ্ছাদন,
শ্যাম কলেবর, বরিষার জলে ভাসে;
রবির কিরণে, বিবর্ণ মলিন মুখ;
কমললোচনে অনিবার বহে ধারা!
তারা দেবি! অধিক কি কব,
মরিতে না পারি;
প্রভু সেবা কে করিবে?
অনুতাপ,
বিফল বহিনু ধনুর্ব্বাণ!—
রাবণ সাগর পারে!

সুগ্রী।—লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ রাম!
ধিক্,
হেন মিত্রে আছি ভুলে!
আজি হতে নহি রাজা আমি,
মিতা সম ব্রহ্মচারী;
যাবৎ না মারি অরি লঙ্কার রাবণ।

সাজ সাজ, দেহ রে ঘোষণা;
চল সীতা অন্বেষণে।

সকলে— জয় রাম!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাম।)

রাম।— নাহি আর মেঘের গর্জ্জন,
অন্ধকার দিবা নিশি,
দামিনীর খেলা,
অবিরল জলধারা নাহি আর;
নির্ম্মল গগনে হাসিছে চন্দ্রমা তারা,
আলো ধরা আঁধার অন্তর মম!
আহা, হৃদয়-চন্দ্রমা মোর!
আর কিরে পাব তোর দেখা?
একা কত দিন রব,
না রহিতে পারি আর;
হৃদিকমলিনি, বিকাশ হৃদয় সরে!

যদি রাবণেরে পাই,
সাধি তার করে ধরে,
ফিরে দেরে ভিখারীর ধন!
ছিন্ন কমলিনী,
শুকাইল বুঝি এত দিনে!

নেপথ্যে—জয় রাম!

রাম।— একি রব চারি ভিতে!

(লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।)

সুগ্রী।—প্রভু! অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।

রাম।— মিতা, মিতা!
সখা তুমি মম।

লক্ষ্ম।— শুন প্রভু কটকের কিলি কিলি,
আ'সে সৈন্য সাগরপ্লাবন
চারিভিতে রঘুবীর।

রাম।— মেঘ সম পদধূলি ঢাকিছে গগন,
উত্তরে আসিছে ঠাট;
কোন্ বীর রক্ষণে উহার?
সৈন্যময় চারিদিক,
কোন্ কোন্ বীর আসে স্বাপক্ষে আমার,
দেহ মিত্র পরিচয়?

সুগ্রী।—হের দেব! হিঙ্গুল কেতন,
মাণিক মুকুতা জ্বলে,
তারাদলে নভস্থলে যেন!
গবাক্ষ অধ্যক্ষ যার,
মহা বলবান্ বীর,
যোড়ে ঠাটে য়োজনের বাট :—

আ'সে গয় দুর্জ্জয় সমরে,
সৈন্য সহ কাঁপাইয়া ধরাতল;
দূরে হের পতাকা তাহার :—
ধূম্রাক্ষ নীলাক্ষ রক্তাক্ষ সমরপ্রিয়,
আসে সৈন্স বেড়িয়া যোজন :—
প্রভাত তপনে হের দূরে দেব,
দীপে ধ্বজা অরুণ জিনিয়া,
নল, নীল আইসে দুই বীর;
গভীর সমরে পশে :—
হের কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা,
উড়ে যেন উচ্চমুখে;
আপন কটকে আসিতেছে জাম্বুবান,
মন্ত্রীর প্রধান মম :—
হের কুমার অঙ্গদ নড়ে,
করীশিশু করীদলবলে;
গগনমণ্ডলে ধূলা :—
হের বীর হনূমান,
তব কার্য্যে সদা আগুয়ান,
কটক প্রধান মম ;—
কপিসেনা কত দিব পরিচয়!
গণনায় না হয় নির্ণয়
সৈন্যাধ্যক্ষ আছে যত,
সৈন্য কত কে বলিতে পারে?

[সকলের প্রস্থান

ক্রোড় অঙ্ক।

কানন।

(সুগ্রীবের সৈন্যগণ।)

সৈন্যগণ।—

(সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।)

অধীর ধরণীশির, বীরপদ চালন ;
ভীষণ অশনি-স্বন, ঘন ঘোর গর্জ্জন।
গভীর মেঘমালা, ধূলিপটল ঘন;
লম্ফে ঝম্পে বহে খর সমীরণ।
ত্রিভুবন কম্পে, চলে বীর দম্ভে,
জয় রাম রবে চলে, সুগ্রীব সেনাগণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাগর-কূল।

(হনূমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান, গয় ও গবাক্ষ।)

হনূ।— রাম নামে আশ্চর্য্য মহিমা,
বৃদ্ধ গৃধ্র পাইল পাখা!
আসিয়াছি রাম নাম লয়ে,
কার্য্যোদ্ধার অবশ্য করিব।
যুবরাজ!
সত্য কি যা কহিল সম্পাতি?
ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণে চাহিনু,
দেখিলাম দ্বাদশ যোজন;
অশোক কানন,
কোন মতে না হ'ল নির্ণয়।

অঙ্গ।— অনুমানি সত্য এ সংবাদ,
রাম নামে পাখী পাইল পাখা;
রামকার্য্যে মিথ্যা না কহিবে:
হরিল রামের সীতা দুরন্ত রাবণ,
স্বচক্ষে দেখেছ সবে;
নিশ্চয় আছেন সীতা অশোককাননে।

জাম্বু।— সন্দেহ নাহিক তার;
কিন্তু কে যাইবে সাগরের পার?

শতেক যোজন,
এক লাফে যাবে কেবা ?

অঙ্গ ।— পৃষ্ঠেতে করিতে পার সুপার্শ চাহিল,
না লইনু সাহায্য তাহার ;
দেবের কুমার মোরা দেব অবতার,
কার্য্যোদ্ধার করিতে নারিব !
কহ, কে যাবে সাগর পারে ?

গয় ।— দুস্তার পাথার !
এক লাফে কে পারে যাইবে ?
যাইতে যোজন দশ শকতি আমার ।

গবাক্ষ —পারি যেতে বিংশতি যোজন,
তাহাতে কি হবে ফল !

অঙ্গ ।— কহ, কেবা আছ শক্তিধর,
সাগর হইতে পার ?—
কেন রবহীন এ বীরসমাজ ?
চির দিন ভোগে মোরে পালিলেন পিতা,
পরীক্ষা না করি বল কভু,
তবু যেতে পারি শতেক যোজন ;
আসিবার কালে কি হয় না জানি স্থির ।
যে হয় সে হয়,
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিব,
মরণ সঙ্কল্প মম ।
বহু শ্রমে, জল স্থল পর্ব্বত কানন,
ভ্রমিলাম সীতা অন্বেষণে ;
ফিরি যদি সংবাদ বিহনে,
সুগ্রীব বধিবে প্রাণ ।
রামকার্য্যে পাখী পায় পাখা,

লঙ্ঘিব সাগর,
প্রাণ দিব রাম নাম স্মরি।

জাম্বু।—যুবরাজ, অহেতু করিবে শ্রম;
বিক্রমে কেশরী
বীর হনূমান নফর রয়েছে তব;
আজ্ঞা কর তারে,
অনায়াসে সাগর লঙ্ঘিবে,
আসিবে বারতা লয়ে।

অঙ্গ।— রামকার্য্যে সদা তব মন,
কি হেতু নীরব বীর?
আন তুমি সীতার সংবাদ।

হনূ।— যুবরাজ! বালী ভয়ে ছিনু লুকাইয়া,
বল নহে পরীক্ষিত;
পারি কিবা হারি,
জ্ঞাতির সমাজে
দৃঢ় করি কহিব কেমনে?

জাম্বু।— বাল্যকালে ধরিলে ভাস্কর,
লঙ্ঘিবে সাগর, এ নহে দুষ্কর কথা!
কপিকুলে রাখ কীর্ত্তি বীর।

হনূ।— যা কর হে দুর্ব্বাদলশ্যাম,
লয়ে নাম লঙ্ঘিব সাগর!—
অদূরে পর্ব্বত,
লাফ দিব পর্ব্বত হইতে।

সকলে।—জয়রাম!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সাগর।

(সাগর ও সাগর-পত্নী।)

সাগ-পত্নী।—প্রাণনাথ ! বল হে সত্বর,
কেন জলবাস কাঁপে থরথরি আজি ?
ঘোর শব্দে শব্দিত আকাশ,
যেন প্রবল পবন বহে ;
জলচর কেহ নহে স্থির।
কুম্ভকর্ণ যেই দিন দিল আসি হানা,
কাঁপিল এ জলাগার ;
সলিল ত্যজিয়ে পলাইল তিমি বেগে,
শূন্য কৈল রত্নের ভাণ্ডার ;
আজি বুঝি জাগরণ তার ?
সেই বা আসিছে পুনঃ রতন লুটিতে !
পলাইয়া চল সুরপুরে,
নহে
দুর্গতি হইবে বড় রাক্ষসের হাতে।

সাগর।—প্রিয়ে !
কুম্ভকর্ণে নাহি ডরি আর ;
শূন্যে চলে রামদূত সীতার উদ্দেশে,
রুদ্র অবতার শূর, পবন ঔরসে।
চলে বীর পবনগমনে,
প্রবল পবন তাহে বহে,

শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন,
দুর্ দুর্ কম্পে তিন পুর।
পুরন্দর পাঠাইল সুরসা নাগিনী,
বুঝিতে হনূর বল ;
ছলিবারে সুরসা পাতিল ছল,
হীনবল হেরিলে তাহারে,
নাগিনী করিত পার ;
রাম নাম সহায় তাহার,
বীর অবতার,
সে ছলিল ফণিনীরে ;
যোজন ব্যাপিয়া
বদন বিস্তারি অহি চাহিল গ্রাসিতে,
নেউল প্রমাণ
বাহিরিল কর্ণপথে হনূ।
রামদূতে আশ্রয় দানিতে,
প্রেরিনু মৈনাকে আমি ;
অঙ্গুলির ভরে অধীর শিখর,
পাকে পাকে ঘুরিয়া পড়িল,
সলিল কাঁপিল তাহে।
সিংহিকা রাক্ষসী, ডরে তারে
সাগরে দিলাম স্থান ;
বলবান্ বধিয়াছে তারে,
তাই পুনঃ জলধি কাঁপিল।
তরঙ্গবাহনে
চল যাই, হেরি রামদূতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাদ্বার।

(অলক্ষিতে উগ্রচণ্ডা।)

(দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

১ম সৈ— বুঝিতে না পারি,
অলক্ষণ এ সকল!

২য় সৈ— শরতের রাতি,
অকস্মাৎ বহে ঝড়, ঘেরে মেঘমালা।

১ম সৈ— হেন বাত্যা দেখেছ কি কভু আর?
বিংশতি সহস্র বর্ষ পারি গণিবারে,
জ্ঞানোদয় যবে হতে;
কভু খসে নাই লঙ্কার দেউলচূড়া।
অকস্মাৎ
পূর্ব্বে এক দিন পড়ে ছিল লঙ্কাদ্বার;
শুনেছি গণন, সেও অলক্ষণ,
শৈব মোরা হর ধনু হ'ল ক্ষয়;
শিবের প্রসাদে উগ্রচণ্ডা মাতা,
লঙ্কার প্রহরী চির দিন;
সেই দিন জ্বলেছিল অগ্নি ভালে তাঁর,
লঙ্কায় দেখিল সবে।
ক্রোধে ভীমা উঠিল গর্জ্জিয়া,

গর্ভপাত হ'ল কত,
কিন্তু খসে নাই লঙ্কার সুবর্ণ চূড়া।
মানবী যে দিন রাজা আনিল হরিয়ে,
গর্জ্জিল ভীষণা,
পড়িল লঙ্কার দ্বার,
ঘোর বাত্যা বহিল সে দিন;
কিন্তু তবু চূড়া নাহি খসে।
আজি তৃতীয় গর্জ্জন,
কহি শুন, অলক্ষণ এ সকলি;
দেখ বহ্নি দূরে,
দাবানল দীপ্তি যথা শৃঙ্গধর শিরে,—
জ্বলে অগ্নি ভীমার ললাটে!
কালি হতে না আসিব আর;
আছে সতর্ক প্রহরী,
অধ্যক্ষের ভ্রমণে কি ফল।

২য় সৈ— যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এ কথা শুনিলে,
বধিত তোমার প্রাণ।

[সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রস্থান।

(হনূমানের প্রবেশ।)

হনূ।— সুন্দর নগরি, সুরক্ষিত পুরি;—
একি, দিগম্বরী ভৈরবী প্রহরী হেরি!
চরণ কমলে শত সৌদামিনী ছটা,
জলদজাল জিনি ধূমল বরণ ঘটা।
নরকর কিঙ্কিণী, রণ উন্মাদিনী,
মুক্ত কেশজাল, কাল করাল।
রসনা লক্ লক্, বহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ ভাল:

নর শির শোভিত, গল-বিলম্বিত,
নরশির মাল।
মহেশমোহিনী, করুণা কুরু তারা,
দীন দয়াময়ী, দুখিত তাপহরা,
দীন পদাশ্রয় মাগে।

উগ্র।— মা ভৈ মা ভৈ! চিনেছি রে রামদূত তোরে!
আজি লঙ্কা তোর, যাই নিজ ধামে।

হনু।— মাতঃ! কোথা রামের বনিতা?

উগ্র।— অশোক কাননে।
বহু দিন ত্যজিছি কৈলাশপুর।

[এক পার্শ্ব দিয়া উগ্রচণ্ডা ও অপর পার্শ্ব দিয়া
হনূমানের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

অশোক কানন।

(সীতা ও চেড়িগণ উপবিষ্ট।)

(ত্রিজটার প্রবেশ।)

ত্রিজ।— বুঝিছি বেগোড় তখন,
লঙ্কাতে নর আন্‌লে যখন।
দেখেছি স্বপন্ খারাপ,
গা কাঁটা দেয়, বাপ্ বাপ্ বাপ্!

পেট আমার উঠ্‌ছে ফুলে,
আয় লো তোরা বলি ফেলে;
হাড়িঝি চণ্ডী মেনে,
দেব খানিক সিঁদুর কিনে;
ওলো, বল্‌বো কি লো মস্ত ধেড়ে,
লাফিয়ে এল ভেড়ের ভেড়ে!

১ম-চে।—ওলো, আয় লো সবাই,
স্বপন্ শুন্‌তে যাই।

২য়-চে।—মনের কথা রইল মনে,
ভাল্ লাগে না ছাই!

[ত্রিজটা ও চেড়ীগণের প্রস্থান।

সীতা।—কোথা রাম কমল লোচন,
রহে কি না রহে প্রাণ!
কেমনে হে দাসীরে রয়েছ ভুলে?
বুঝি এ জনমে দেখা না হইবে আর;
আছে প্রাণ আশাপথ চেয়ে!
আহা, আমা বিনা অধীর শ্রীরাম,
শান্ত কেবা করে তাঁরে;
অরিপুরে কে আনিবে সমাচার,
রাম আমার কেমনে বঞ্চেন বনে!
নিত্য ফোটে নভঃস্থলে তারকা মণ্ডল,
দণ্ডক কাননে যথা;
মনে মনে কহি কত কথা,
নাহি বুঝে ব্যথা,
না দেয় উত্তর তারা।
কাণ পাতি অনিল চলিলে,

কিছু যদি বলে মোরে ;
বিহঙ্গিনী গাইলে সুধাই,
উত্তর না পাই,
কোথা রাম কোথা রাম আমার !
দিবা নিশি দুরন্ত তাড়নে,
কত দিন রহে প্রাণ,
শোকানলে কত দিন জীব ?
বুঝি রামে না হেরিব আর !

(সরমার প্রবেশ ।)

সরমা ।—আহা, অধীরা পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী !
চন্দ্রাননি ! না কর রোদন,
চির দিন সম নাহি যায় ।
সুধাও হৃদয়ে তব,
কহে কি না কহে,
পাবে পুনঃ রাম গুণধাম ।

সীতা ।—এস এস সরমা সুন্দরি !
প্রাণ ধরি চাহিয়া তোমার মুখ ।
হায় লো সজনি,
মরীচিকা সম আশা মম ;
সাগরের পারে,
কে করিবে মোর অন্বেষণ !

সরমা ।—প্রেমবলে সাগর লঙ্ঘন,
নহে কথা, বিধুমুখি !
শুনেছি পতির মুখে মোর,
বিষ্ণু অবতার রাম,
রাক্ষস নাশিতে অবনীতে অবতার ।

চিন্তা কর দূর,
ত্রিপুরারি সতীর রক্ষক।
আজি অমঙ্গল হইল বড়,
ভাঙ্গিল দেউল চূড়া,
নিরর্থ এ নহে সুলোচনে :—
বুঝি আসিছে রাবণ,
যাই পুনঃ আসিব ফিরিয়ে।

[সরমার প্রস্থান

(রাবণের প্রবেশ।)

রাব।— শত জন্ম তপস্বীর বেশে,
অনায়াসে ভ্রমি বনে,
সীতা যদি হয় মম।
এ বৈভব দিই বিসর্জ্জন,
অন্য নারি নাহি হেরি;
সকলি অসার,
সীতা যদি না হয় আমার।
হে সুন্দরি, কর কৃপা কাতর কিঙ্করে!
যায় প্রাণ,
কহ কি দিব প্রমাণ,
কিসে তব হইবে প্রত্যয়?
যে অবধি তোমারে হেরেছি,
হয়েছি আপন হারা;
অনাহারে, অনিদ্রায় যায় দিন,
প্রাণ দানে চাহি প্রেম দান।

সীতা।— লঙ্কেশ্বর!
শুনি তুমি ভুবন ঈশ্বর,

বীর্য্যবান্ ভুবন বিদিত,
অনুচিত রমণীপীড়ন তব !
কীর্ত্তি তব ঘুষিবে জগতে,
দেহ পাঠাইয়া যথা প্রাণনাথ মোর ।

রাব ।— বল বীর্য্য যাক্ রসাতলে,
কীর্ত্তি নাশ হোক্ মোর,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ঘুচুক সকল :
প্রেম আশে পদতলে লঙ্কার রাবণ,
চন্দ্রাননি, দেখ লো বদন তুলে !
ক্ষুদ্র রাম, আছ তার আশে,
কেমনে সে আসিবে সাগর পারে ?
কিন্তু যদি দৈববিড়ম্বনে,
আসে হেথা তোর রাম ;
রামের সমরে যদি নাহি রহে প্রাণ,
মনে মনে মানিব প্রবোধ,
মরি আমি তোর তরে !—
কিসের সংসার,
স্বর্ণলঙ্কা দিব ছারখার,
প্রসন্ন নয়নে না চাহিলে চন্দ্রাননি !

সীতা ।— সূর্য্যদেব !
তব বংশে কুলবধূ আমি,
জরাগ্রস্ত কর মোরে ;
কুবচন শুনিতে না পারি আর !

রাব ।— আপনি কাঁদিবে, আর না কহিবে কথা ।
দেখেছিলে দণ্ডক কাননে,
নহে বহু দিন গত,
হের নাই সেই কান্তি মম ?

চাহ লো সুন্দরি, যদি নাহি কর দয়া!
নারী হয়ে প্রাণ বধে নাহি ডর?
কাতর কিঙ্কর,
কর কৃপা ওহে কৃশোদরি!

সীতা।—কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
কুভাষে হে দুরন্ত রাক্ষসে;
রক্ষা কর আসি হেথা!
সিংহের বনিতা, শৃগালের অভিলাষ;
প্রাণ নাশ না হয় কি হেতু?

রাব।—বিফল বৈভব,
বিফল এ মধুর যামিনী!
কঠিন সংগ্রাম,
মনোরথ কভু কি পূরিবে?
হাসি পায় নল কুবেরের শাঁপে!
নহে রম্ভা বারাঙ্গনা,
বলে দেহ করিব হরণ;
প্রাণ প্রয়োজন,
প্রাণ দিয়ে চাহি প্রাণ।
এক মনে দলিতে চরণে,
নাহি জানি চাহে কেবা!
নব ভাব নিত্য শশীমুখে,
অধোমুখে কেন কাঁদ আর?
—চলে যায় নয়নের শূল।

[রাবণের প্রস্থান

সীতা।—কোথা প্রভু কমললোচন!
অদর্শনে রবে না জীবন,
এরূপে বা যাবে কত দিন?

(হনূমানের প্রবেশ।)

হনূ।— সাধ্বী সতী রামের রমণী !
নিরুদ্দেশ পতি,
তবু পতিপদে চিরআশ !
পরবাস, পরের পীড়ন নাহি গণে।
যদি রাম পদে থাকে মতি,
উদ্ধারিব সতী,
উদ্ধারিব কমলারে অতল হইতে।
ছিনু পঞ্চ কপি মোরা ঋষ্যমুখে, শীর্ণ তনু সবে মৌন দুঃখে ;
ফিরে ধানুকী কাননচারী।
বনবানরে আদরে কোলে নিল, অরি সংহারি সুগ্রীবে রাজ্য দিল ;
কোথা পাইব জানকী তারি !

সীতা।—শীঘ্র বল, রক্ষঃ ছল নহে ইহা ?

হনূ।— রামদাস, নেহার জননি !
হনূমান নাম মম,
লঙ্ঘি পারাবার, আসিয়াছি তব অন্বেষণে।
যদি মতা না হয় প্রত্যয়,
হের এই নিদর্শন :—(অঙ্গুরী প্রদান।)

সীতা।—কোথা মোর কমললোচন ?
কহ কহ রামের সংবাদ !

হনূ।— মাতঃ! অরিপুরি,
উচ্চভাবে নাহি কহ।
দীননাথ, বিরহে মলিন,
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান।

সীতা।—বাছা, পুত্রহীনা, পুত্র তুই মোর ;
রণে বনে পার্ব্বতী রাখিবে তোরে,

মোর বরে হও রে অমর:
কহ বাছা, কেমনে রে পাইব নিস্তার?

হনু।— গেছে বহু দিন, অল্প দিন আছে আর;
নিদর্শন দেহ মা জানকি,
দিব লয়ে শ্রীরামের কাছে,
বার্ত্তা পেলে আসিবে কটক।

সীতা।—যাও বাছা, বিঘ্ন নাশ হোক্ তোর!
লহ এই নিদর্শন:—(মণি প্রদান।)

হনু।— রহ নিশ্চিন্ত জননি,
স্বর্ণ লঙ্কা শীঘ্র হবে খার।
সুগ্রীবের সেনা, গণনা না হয় তার;
শীঘ্র আসি বেড়িবে চৌদিকে।
মাতঃ! ভক্ষ্যদ্রব্য আছে না কি কিছু?

সীতা।— হায়, বৎস!
অরিপুরে কি কোথা পাইব?
রক্ষঃ দ্রব্য স্পর্শ নাহি করি;
কালি ফল হেথা সরমা আনিল,
লও যদি হয় মন।—(আম্র প্রদান।)

হনু।— ক্ষুধার্ত্ত মা পুত্র তোর,
রাক্ষসের ফলে নাহি দোষ;
দে মা, যেতে হবে সাগরের পার।

[ফল লইয়া হনুমানের প্রস্থান

সীতা।—কত কথা ভাবিনু বলিব,
সকলি ভুলিনু;
রামদূত গেল চলি:—
আসিবে অসংখ্য সেনা!

আছে বড় বড় বীর লঙ্কাপুরে,
ভস্ম হবে শ্রীরামের বাণে;
কিন্তু হায়, দুস্তার সাগর,
কেমনে তরিবে রাম?
নিস্তারিণি, নিস্তার কর মা তারা,
কাঁদিতে না পারি আর!
আছি মা গো চেয়ে পা দুখানি।
দুরিতবারিণি, আশা পূর্ণ কর মোর,
এ দুরাশা পূরিবে কি মা আমার,
রামে পুনঃ পাব দেখা?

(হনূমানের পুনঃ প্রবেশ।)

হনূ।— মাতা অপূর্ব্ব এ ফল!
আরো না কি আছে কিছু?
চেড়ীগুলো কোথা রাখে ফল?

সীতা।—আছে ফল অমৃত-কাননে;
রক্ষা করে সতর্ক প্রহরী।

হনূ।— কি বল, কি বল মাতা?
অমৃত কানন!
কোন্ দিকে বল গো জননি?

সীতা।—বাছা!
অমৃতকাননে যাইতে ক'র না সাধ,
বিবাদ বাধিবে,
কার্য্য নষ্ট হবে তোর।

হনূ।— কহ মাতা কোন্ দিকে?
বিবাদ কি করি,
গোটা দুই লব কুড়াইয়া:—

জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন,
অমৃতকানন খুঁজিয়া লইব আমি ;
চোর সম কি হেতু আসিব, যাব ?
এ লঙ্কা আমার,
উগ্রচণ্ডা দেছে মোরে :
আহা, এখানে অমৃত বন !

সীতা।—ব'লো হনূমান্,
আছে প্রাণ চরণ দেখিতে।

হনূ।— ভুলে যাব অধিক শুনিলে,
প্রাণ আছে অমৃতকাননে।

[হনূমানের প্রস্থান।

সীতা।—হায়, আসিলে দুরন্ত চেড়ীগণে,
কাঁদিতে না দিবে আর ;
লুকাইয়ে করিগে রোদন !

(চেড়ীগণের প্রবেশ।)

(মিশ্র—দাদরা।)

দুটি সাধ রইল মনে ;
একটি যাব ঈশেন কোণে,
আন্‌বো মাসীর পড়া মিশি।
আর একটি রইলো ব্যথা,
পূর্‌বে যবে তবে কথা ;
পেলে পর মনের মতন,
নিরিবিলি পালি নিশি।

থাকি সই রাত-উপোসী,
কইনে বেশি, একলা বসি ;
চলে যাই দেশ বিদেশে,
নে যায় যদি কেউ বিদেশী।

১ম-চে— কোথা গেল সীতা?
২য়-চে— খোঁজ খোঁজ, মরে না বালাই!
১ম-চে— ওমা,
এখানে লুকিয়ে বসে কাঁদচেন!
দেখ্ ছুঁড়ি! ভজ রাজায়,
নইলে সারি এক ঘায়।
সীতা।—কোথা রাম কমললোচন,
মরি নাথ রাক্ষসীর হাতে!
হা মাতঃ কৈকেয়ি,
রঘুবধু কি দশায়, দেখ গো আসিয়ে!

(ত্রিজটার প্রবেশ।)

ত্রিজ।— ওলো, সর্ব্বনাশ হলো,
ওলো, সর্ব্বনাশ হলো!
ওলো, অক্ষয়কুমার ম'লো,
ওলো, অক্ষয়কুমার ম'লো।
সকলে— কি বল, কি বল,
ডাক ছেড়ে কাঁদিগে চল,
ডাক ছেড়ে কাঁদিগে চল!

[সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সীতা।—একি,

অকস্মাৎ হাহাকার রব চারি দিকে!
ঘোর সিংহনাদে চলে রণে রক্ষঃ সেনা,
সুগ্রীব কটক আসে কি বেড়িতে পুরি?

(সরমার প্রবেশ।)

সর।— শুন শুন জনকনন্দিনি!
আসিয়াছে বানর দুর্জ্জয়,
কহে রামদাস, হনূমান নাম তার;
ভাঙ্গিয়াছে অমৃতকানন,
অগণন রাক্ষস সংহার
করিয়াছে মহাশূর;
পড়িয়াছে অক্ষয় কুমাররণে।
এস দেবি!
চেড়ীগণে গেছে সবে মন্দোদরী পুরে,
লয়ে যাই মমাগারে;
কাঁদে রাণী পুত্র শোকে।

সীতা।—যথা যাই তথা হাহাকার!

পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(রাবণ ও সভাসদ্গণ।)

রাব।— স্বপ্ন সম হয় অনুমান,
পড়িয়াছে অক্ষয় কুমার!
পঞ্চানন আপনি কি কপি রূপে?
হত মান দেখি একে একে;
ভগিনীর নাসিকা ছেদন,
পড়ে দূষণ ত্রিশিরা খর,
মায়াধর মারীচ বিনাশ।
আজি মহাত্রাস লঙ্কাপুরে,
বন্যপশু প্রকাশে বিক্রম একা;
যোঝে রণে ইন্দ্রজীৎ,
এতক্ষণ জয় বার্ত্তা নাহি শুনি!
কামরূপী কে এল এ কপিবেশে?
আপনি যাইব রণে:—

(ইন্দ্রজীতের প্রবেশ।)

ইন্দ্র।— পিতঃ, বহুশ্রমে বাঁধিয়াছি দুর্জ্জয় বানরে!
পিতঃ, তব চরণপ্রসাদে,
করিয়াছি অনেক সংগ্রাম,
কভু জীবন সংশয়

হয় নাই ... রণে;
আজি ... বিক্রমে
মানিলাম পরাজয়,
শিক্ষাগুণে বেঁধেছি বানরে:
ব্রহ্ম-মন্ত্রে ব্রহ্ম-অস্ত্র এড়ি,
বন্দি করিয়াছি অরি।
স্বর্গরণে তূণে ছিল বাণ,
প্রাণভয়ে এড়িলাম কপির সমরে;
বদ্ধ বীর ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশে।
কি কহিব বিক্রম তাহার,
পর্ব্বত শিখর ছাড়ে শূর অনায়াসে;
গ্রাসে রণে অগ্নিময় বাণ,
না হয় সন্ধান কোথা হতে যুঝে বলী!
গগন ছাইয়ে,
বরষিল পর্ব্বত পাষাণ তরু।

(হনূমানকে লইয়া সকলের প্রবেশ।)

রাব।— সত্য পুত্র, বীর অবতার;
বীরের ব্যবহার
করিব উহার সাথে;
ছেড়ে দিব সত্য যদি বলে।
(হনূমানের প্রতি।)—বুঝিলাম বীর তুমি,
কিন্তু এবে বন্দি মম;
কহ সত্য,
কোন প্রয়োজনে আসিলে এ লঙ্কাপুরে?

হনু।— লঙ্কেশ্বর!
বন্দি আছি রামের চরণে,

বন্দি আর নহে কা'র ।
রাম দাস, সুগ্রীবের অনুচর,
নাম হনুমান ;
আসিয়াছি সীতা অন্বেষণে ।

রাব ।— ভাল রামদাস !
ফিরে যাবে দেশে, হেন আশা কর তুমি ?

।— অল্প ক্ষতি করেছি তোমার ;
আর কিছু রাক্ষস সংহার
আছে সাধ মনে মনে ।

।— মনোসাধ রবে মনে মনে !
শীঘ্র ধর দুরাচারে ।

ী ।—মহাশয়,
দূত বধ উচিত না হয় ।

রাব ।— যুক্তি রাখ বিভীষণ,
অলক্ষণ গাইতেছ বহু দিন ।

ইন্দ্র ।— পিতঃ !
অস্ত্রে নাহি কপির সংহার,
অস্ত্র নাহি বিন্ধে গায় ।

রাব ।— ভাল,
অগ্নি জ্বালি পোড়াও বানরে ।

[হনুমানকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

(মন্দোদরীর প্রবেশ ।)

ন্দো ।—প্রাণনাথ, এত মনে ছিল হে তোমার !
কোথা কুমার আমার ?
দেখ নাথ, নহে, নহে আশ্চর্য্য ঘটন,
নর কপি সংমিলন ;

অগ্নিশি... ...লয়াছ ঘরে,
ম...লিবে সকল পুরি!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত।— পাশ-মুক্ত হয়েছে বানর,
অগ্নি দেয় ঘরে ঘরে।

রাব।— কি বলিস্! বধিব কপির প্রাণ।

[রাবণের প্রস্থান।

(সূর্পনখার প্রবেশ।)

সূর্প।— ওলো, আমায় নিয়ে মরে লো,
আমায় নিয়ে মরে;
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে লো,
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে।

মন্দো।—লো, কালসাপিনি,
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আগুন জ্বালিলি তুই!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অশোক কানন।

(সরমা ও সীতা।)

সর।— ব'স দেবি অশোক কাননে,
অগ্নি দিবে ঘরে ঘরে।
শুন, অগ্নি গর্জ্জে ঘোর নাদে!
উগ্রচণ্ডা জিহ্বা সম,
উঠে শিখা লক্ লক্;
ধূমাকার,
প্রলয়ের ঘন যেন [illegible]ছে আকাশে!
দেখি কিবা হয় পুরে :—

[সরমার প্রস্থান

সীতা।—অগ্নিদেব, রক্ষা কর রামদাসে!
পবিত্র পাবক!
সতীবাক্য মিথ্যা নাহি কর;
ভিক্ষা দেহ কপির জীবন।
নিস্তারিণি, নিস্তার মা হনুমানে!

(হনূমানের প্রবেশ।

হনূ।— মাতঃ, রণজয়ী পুত্র তোর আজি,
দিছি অগ্নি প্রতি ঘরে ঘরে!

যাব [illegible]গর লঙ্ঘিয়ে,
[illegible] কর মাতা।

সীত[illegible] ধন্য তুমি মহাবীর!
বাছা, ব'ল রামে, দেখিলে যেমন;
ব'ল দেবর লক্ষ্মণে,
কাঁদে সীতা অশোক কাননে।
সুগ্রীব রাজারে জান'ও মিনতি মোর;
অন্য বীরগণে ব'ল,
কাঁদে অনাথিনী নারী।
[illegible]তঃ প্রণাম চরণে।

[হনূমানের প্রস্থান।

সীতা।—দেখি কত দূর যায় রামদূত।

[সীতার প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

অন্তরীক্ষ।

(ব্যোমচর।)

(পঞ্চম—ত্রিতালী।)

ব্যোম

ঘোর রোলে চলে, রুদ্র কপীশ্বর;
উথলে সাগর, কম্পিত ধরাধর।
মেঘে মিলায় কায়, পবন গমনে ধায়,
রাম-দূতে নমঃ, প্রহরী ব্যোমচর।

সীতাহরণ নাটক।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক।)

একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে,
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে

মেঘনাদবধ
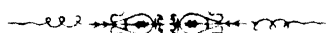
শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ন্যাশনাল থিয়েটরে অভিনীত।)

শ্রীগোপালচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৯০, হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।

কলিকাতা

২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন, কুমুদবন্ধু যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মহাদেব।

ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।

সাগর।

নন্দী।

শ্রীরাম।

লক্ষ্মণ।

রাবণ।

বিভীষণ।

ইন্দ্রজিত।

মারীচ।

খর।

বালী।

সুগ্রীব।

অঙ্গদ।

হনুমান।

জাম্ববান।

নল।

নীল।

স্ত্রীগণ।

দুর্গা।

উগ্রচণ্ডা।

মায়া।

সাগরপত্নী।

সীতা।

তারা।

মন্দোদরী।

সরমা।

সূর্পনখা।

ত্রিজটা।

রক্ষবালাগণ।

চেড়ীগণ।

নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

জটায়ু, সুপার্শ্ব, ব্যোমচর, দূত ও সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় ইত্যাদি